উন্নয়ন
কার্যক্রম প্রতিবেদন
২০০৯-২০১৩

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

উন্নয়ন
কার্যক্রম প্রতিবেদন
২০০৯-২০১৩

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুখবন্ধ

বাঙালি জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন স্বাধীনতা। আর এ স্বাধীনতার মহানায়ক সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে যুদ্ধবিধ্বস্থ- দেশ পুনর্গঠনের দুরূহ কর্তব্য সম্পাদন এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ে তোলার সূচনা হয়। কিন্তু ১৯৭৫ সালের কলঙ্কময় ঘটনার পর সংকটে নিমজ্জিত হয় গোটা জাতি। অন্ধকার অবস্থা থেকে দেশকে পুনরুদ্ধার করে একটি উন্নত জাতি হিসেবে গড়ে তোলার ব্রত নিয়ে বর্তমান সরকার বিগত মেয়াদে (২০০৯-২০১৩) কার্যক্রম শুরু করে।

আগামী ২০২১ সালে হবে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী । আর ২০২০ সাল হবে বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী। ২০২০-২১ সাল নাগাদ বাংলাদেশকে উচ্চতম প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম একটি দ্রুত বিকাশশীল অর্থনীতিতে পরিনত করতে সর্বাত্নক প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। একটি প্রকৃত অংশীদারিত্বমূলক সহিষ্ণু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, যেখানে নিশ্চিত হবে সামাজিক ন্যায় বিচার, নারীর অধিকার ও সুযোগের সমতা, আইনের শাসন, মানবাধিকার, সুশাসন, দূষণমুক্ত পরিবেশ। গড়ে উঠবে এক অসাম্প্রদায়িক প্রগতিশীল উদার গণতান্ত্রিক কল্যাণরাষ্ট্র। রূপকল্প-২০২১ এর আলোকেই প্রণয়ন করা হয় কৌশলপত্র, যার মূলে রয়েছে পরিবর্তন বা দিনবদলের অঙ্গীকার। সরকার কর্তৃক গৃহীত/বাস্তবায়িত উন্নয়ন কার্যক্রম জনগণকে অবহিত করা এবং জনগণের কাছে সরকারের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার ন্যায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ২০০৯-২০১৩ সময়কালের পঞ্চবার্ষিকী প্রতিবেদন প্রকাশ করছে।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিভিন্ন প্রশাসনিক ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিবীক্ষণ, সমন্বয় ও তত্ত্বাবধান করে। কার্যপ্রণালী বিধিমালা অনুযায়ী আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন, প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদন এবং গুরুত্বপূর্ণ নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত/প্রস্তাব বাস্তবায়নে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অনুমোদন প্রয়োজন হয়। সরকারের দর্শনের আলোকে গণমানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ, নীতিগত অনুশাসন ও নির্দেশনা প্রদানও এ কার্যালয়ের অন্যতম কাজ। এ ছাড়া স্থানীয় ও বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও আকৃষ্টকরন, দরিদ্র ও গৃহহীন মানুষের আবাসন, সমতলে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক উন্নয়ন, ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ, এনজিও বিষয়ক কার্যক্রম তত্ত্বাবধান প্রভৃতি কার্যক্রম সম্পাদনের লক্ষ্যে সংশিষ্ট বিনিয়োগ বোর্ড, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, বেপজা, বেজা, প্রাইভেটাইজেশন কমিশন, পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ অফিস, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা প্রভৃতি দপ্তরসমূহের কার্যক্রম প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সরাসরি তত্ত্বাবধানে করা হয়ে থাকে।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/প্রকল্পসমূহের উন্নয়ন কার্যক্রমের তথ্য সন্নিবেশিত করে ২০০৯-২০১৩ এর পঞ্চবার্ষিকী প্রতিবেদন প্রকাশ করা হলো। এটি জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণ এবং সরকারের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।
এ প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

আবদুস সোবহান সিকদার
মুখ্য সচিব
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করতে বর্তমান সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। স্বপ্নের বাংলাদেশ নির্মাণে সরকার মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও গণমানুষের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে। সরকারের এই দর্শনের আলোকে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ, নির্দেশনা ও নীতি অনুশাসন প্রদান করে থাকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সরাসরি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ অর্থনৈতিকি অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, বিনিয়োগ বোর্ড, পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ অফিস, প্রাইভেটাইজেশন কমিশন, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এবং বেসরকারি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা সরকারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে।

বেসরকারি খাতে শিল্প বিনিয়োগে উৎসাহদান এবং শিল্প স্থাপনে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা ও সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ বোর্ড নীতি পরামর্শ (পলিসি অ্যাডভোকেসি), বিনিয়োগ উন্নয়ন ও বিনিয়োগ সহায়তা প্রদান করে। বিনিয়োগ বোর্ড- এর হিসাব অনুযায়ী ২০০২-২০০৬ এই পাঁচ অর্থ বছরে দেশে প্রস্তাবিত বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৬,৬৩,৭৯৫ মিলিয়ন টাকা এবং বিদেশী বিনিয়োগ ছিল ২,৬৭,২৮৪ মিলিয়ন টাকা। অপরদিকে ২০০৯-২০১৩ অর্থ বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত সাড়ে চার বছরে প্রস্তাবিত স্থানীয় বিনিয়োগ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২০,০৭,৮০৮ মিলিয়ন টাকা এবং প্রস্তাবিত বিদেশী বিনিয়োগ নিবন্ধিত হয়েছে ২৬,৭৮,৫১৭ মিলিয়ন টাকা। অর্থাৎ ২০০২-০৬ অর্থ বছরের তুলনায় ২০০৯-২০১৩ অর্থ বছরে সাড়ে চার বছরে স্থানীয় বিনিয়োগ বেড়েছে ২০২.৪৭% এবং বিদেশী বিনিয়োগ বেড়েছে ৯০২%। বাংলাদেশ ব্যাংক এর পরিসংখ্যান অনুসারে ২০০২-২০০৬ পঞ্জিকা বছরে অর্থাৎ পাঁচ বছরে দেশে বেসরকারি খাতে প্রকৃত বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ২৭৮৩.৮৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। অপর দিকে জানুয়ারি ২০০৯ থেকে জুন ২০১৩ পর্যন্ত সাড়ে চার বছরে এই খাতে প্রকৃত বিনিয়োগ হয়েছে ৪৯৭৫.৫১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। অর্থাৎ ২০০২-২০০৬ এই পাঁচ বছরের তুলনায় জানুয়ারি ২০০৯ থেকে জুন ২০১৩ পর্যন্ত এই সাড়ে চার বছরে বেসরকারি বিনিয়োগের প্রবৃদ্ধির হার ৭৮.৭২%। উল্লেখ্য, ২০১৩ পঞ্জিকা বছরের প্রথম ছয় মাসে (জানুয়ারী-জুন) দেশে প্রকৃত বৈদেশিক বিনিয়োগ ৯৩৩.০৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় ৮৮.৪৭% বেশী এবং স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ। উক্ত পঞ্জিকা বছরের পরবর্তী ছয় মাসে এই ধারা অব্যাহত থাকলে এটি হবে দেশের ইতিহাসে বেসরকারি খাতে সর্বোচ্চ প্রকৃত বৈদেশিক বিনিয়োগের রেকর্ড। আরো উল্লেখ্য, ২০১১ ও ২০১২ পরপর দুই পঞ্জিকা বছরে দেশে প্রকৃত বৈদেশিক বিনিয়োগ অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করেছে।

দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নে বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণ তথা শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান, উৎপাদন এবং রপ্তানি বৃদ্ধি ও বহুমুখীকরণে উৎসাহ প্রদানের জন্য পশ্চাৎপদ ও অনগ্রসর এলাকাসহ বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় সকল এলাকায় অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন-২০১০ প্রণয়ন করা হয়েছে। এ আইনের আওতায় অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা, এর উন্নয়ন, পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণকল্পে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) প্রতিষ্ঠা করা হয়। দেশের বিভিন্ন স্থানে অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনে বেজা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়াও অপারেটর নিয়োগ বিধিমালা, বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল নীতিমালা (খসড়া) প্রণয়ন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৫টি অর্থনৈতিক অঞ্চল চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়েছে এবং আরো ১৩টি স্থান অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের জন্য প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত করা হয়েছে। দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীগণ অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগে ব্যাপক আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা)-এর আওতাধীন ৮টি রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় (ইপিজেড) ২০১২-১৩ অর্থবছরে বিনিয়োগ হয়েছে ৩২৮.৫৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং প্রকৃত রফতানি হয়েছে ৪,৮৫৬.৬৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এছাড়া, বেপজার অধীনে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে ৩২৬ কোটি টাকা বিনিয়োগে জানুয়ারী, ২০১২ হতে ডিসেম্বর, ২০১৫ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন Northern Areas of Reduction of Poverty Initiatives (NARI) প্রকল্পের আওতায় ঢাকা, চট্টগ্রাম ও ঈশ্বরদী ইপিজেডে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ চলমান রয়েছে। প্রকল্পে উত্তরবঙ্গের রংপুর বিভাগের ৫টি জেলা হতে মোট ১০,৮০০ জন মহিলাকে বাছাই করে প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক ইপিজেডে চাকুরীর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

দেশী বিদেশী শিল্প উদ্যোক্তাগণকে উৎসাহিত করার জন্য বিভিন্ন প্রকারের সুযোগ সুবিধা প্রদানের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানে বাংলাদেশে 'রাংগুনিয়া ইপিজেড' এবং 'কোরিয়ান ইপিজেড' নামে দুটি বেসরকারি ইপিজেডের কার্যক্রম চলমান আছে।

বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে **পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি)** উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য Policy and Strategy for Public-Private Partnership, গ্রহণ সংক্রান্ত তিনটি গাইডলাইন প্রণয়ন করা হয়েছে। তাছাড়া পিপিপি আইন চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। এছাড়াও এডিবি সহায়তাপুষ্ট পিপিপি প্রোগ্রাম অপারেশনালাইজেশন প্রকল্পের আওতায় পিপিপি প্রকল্প গ্রহণ, সম্ভাব্যতা যাচাই, প্রকল্প অনুমোদন ও মনিটরিং সহজতর করার লক্ষে প্রজেক্ট ডেভেলপমেন্ট ম্যানুয়াল, প্রজেক্ট স্ক্রিনিং ম্যানুয়াল, ভায়াবিলিটি গ্যাপ ফাইন্যান্সিং গাইডলাইনস, পিপিপি টেকনিক্যাল এসিসট্যান্স গাইডলাইনস, বিড প্রসেস ম্যানুয়াল ও মডেল ডকুমেন্টসমূহের খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে । পিপিপি এর মাধ্যমে প্রায় অর্ধ-শত প্রকল্প বাস্তবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শিল্পের দক্ষতা ও উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কার্যকর সুশৃংখল ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় রাজস্ব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বেসরকারীকরণ নীতি গ্রহণ করা হয়। ১৯৯৩ সালে বেসরকারীকরণ কার্যক্রমকে গতিশীল করার লক্ষ্যে প্রাইভেটাইজেশন বোর্ড গঠন করা হয়। প্রাইভেটাইজেশন বোর্ডকে পরবর্তীতে প্রাইভেটাইজেশন কমিশনে রুপান্তর করা হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে অদ্যাবধি কমিশন মোট ৭৭টি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান সফলভাবে বেসরকারীকরণ করেছে। এ সমস্ত প্রতিষ্ঠান বেসরকারিকরণের মাধ্যমে ৭০০,৯০,০০,০০০/- (সাত শত কোটি নব্বই লক্ষ) টাকা সরকারি রাজস্ব এসেছে। বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং অধিকতর সমন্বয়ের জন্য বিনিয়োগ বোর্ড এবং প্রাইভেটাইজেশন কমিশনকে একীভূত করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, জাতির পিতার পরিবারের সদস্যবর্গ, সফরকারী সরকার/রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার ঘোষিত ভিভিআইপিদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে আসছে। বিভিন্ন সময়ে বিদেশি রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানগণের বাংলাদেশ সফরকালে নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে তাদের নিরলস ও কঠোর পরিশ্রম বিদেশি রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানগণ কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছে। প্রযুক্তির সুষ্ঠু ও সময়োপযোগী প্রয়োগ, গোয়েন্দা কার্যক্রম, তথ্য সংগ্রহ ও বিশেষ তথ্যের উপর ভিত্তি করে ভিভিআইপিগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে, যা তাদের কর্মদক্ষতার বহিঃপ্রকাশ।

জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তর রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ, স্পর্শকাতর ও সংবেদনশীল সংস্থা হিসেবে বিবেচিত। দেশের অতীত ও বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় দেশের সার্বভৌমত্ব এবং নিরাপত্তার জন্য জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করছে।

বর্তমানে এক ধাপে সেবাদান কেন্দ্র হিসেবে ও বৈদেশিক অনুদান আইনের আওতায় এনজিও নিবন্ধন ও নবায়ন, প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদন, অর্থছাড়, অডিটসহ বিভিন্ন কার্যাবলি **এনজিও বিষয়ক** ব্যুরো থেকে সম্পাদিত হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্ধারিত কার্যাবলীর বাইরে এ কার্যালয়ের আওতাধীনে ৩টি উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। সেগুলো হচ্ছেঃ **একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই)** কর্মসূচি, **আশ্রয়ণ প্রকল্প** এবং **বিশেষ এলাকার জন্য উন্নয়ন সহায়তা (পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যতীত)** কর্মসূচি। এটুআই কর্মসূচির মাধ্যমে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে সমাজের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের দোরগোড়ায় দ্রুত এবং সুলভে স্বচ্ছ ও হয়রানিমুক্ত সেবা পৌঁছে দেয়ার কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। ইউনিয়ন থেকে শুরু করে উপজেলা, জেলা, বিভাগ ও মন্ত্রণালয়সহ সর্বত্র সমন্বিত ই-সেবা কাঠামো গড়ার কার্যক্রম চলছে, যাতে যেখানেই সেবা তৈরি হোক না কেন জনগণ যেকোনো সময়ে, যেকোনো জায়গায় বসে তা পেতে পারে। সে লক্ষ্যে ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন, জেলা ই-সেবাকেন্দ্র চালু, ই-পূর্জি, জাতীয় তথ্য কোষ প্রভৃতি Ground Breaking Initiatives গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে মানুষ তার সুফল পেতে শুরু করেছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পাওয়ার পর **আশ্রয়ণ প্রকল্প** গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে সর্বপ্রথম ঘূর্ণিঝড় ও নদী ভাঙ্গন কবলিত অসহায় মানুষকে পুনর্বাসন এবং কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেন। ২০০৯-২০১৩ বছরে ৩৭৫টি প্রকল্প গ্রামে ৫৯৩.৭৩ কোটি টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৫৮৯.১৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪৩৫৬টি ব্যারাক নির্মিত হয় এবং ২৪,৪৭২টি পরিবারকে সহায়তা প্রদান করা হয়।

বৃদ্ধি, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নির্মাণ/সংস্কার, স্যানিটেশন ইত্যাদি কার্যক্রমের জন্য **'বিশেষ এলাকার জন্য উন্নয়ন সহায়তা (পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যতীত)'** শীর্ষক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। কর্মসূচিটি সম্পূর্ণ সরকারি অর্থে বাস্তবায়িত হচ্ছে। বিগত ৫টি অর্থবছরে (২০০৯-২০১০ হতে ২০১৩-২০১৪) কর্মসূচির অনুকূলে মোট বরাদ্দ ছিল ৭২.০০ কোটি টাকা, গৃহীত প্রকল্পের সংখ্যা ২২০টি। বরাদ্দকৃত অর্থ হতে প্রতি বছরেই ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীভুক্ত সকল উপজেলায় শিক্ষা বৃত্তি খাতে বরাদ্দ প্রদান করা হয়। ২০০৯-১৩ বছরে এ প্রকল্পের আওতায় প্রায় ১ লক্ষ ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করা হয়েছে।

প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়নের পাশাপাশি আঞ্চলিক সহযোগিতা এবং সুশাসন সংক্রান্ত কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও পরিচালনার জন্য এ কার্যালয়ে **গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট (GIU)** নামে ১টি বিশেষ ইউনিট/সেল কাজ করে যাচ্ছে। জনগণকে প্রদেয় সেবার মান বৃদ্ধির জন্য উদ্ভাবনী ধারণার প্রয়োগ এবং বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কেপিআই নির্ধারণে জিআইইউ কাজ করে যাচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত **রূপকল্প ২০২১** এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ি বাংলাদেশকে ২০২১ সালে মধ্যম আয়ের এবং **রূপকল্প-২০৪১** এর সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশে পরিণত করতে সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের যাবতীয় কার্যক্রম উক্ত অঙ্গীকার পূরণের লক্ষ্যকে সামনে রেখেই পরিচালিত হচ্ছে।

বিনিয়োগ বোর্ড

বেসরকারি খাতে শিল্প বিনিয়োগে উৎসাহদান এবং শিল্প স্থাপনে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা ও সহায়তা দানের উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ বোর্ড নীতি-পরামর্শ (পলিসি অ্যাডভোকেসি), বিনিয়োগ উন্নয়ন ও বিনিয়োগ সহায়তা প্রদান করে। বিনিয়োগ বোর্ড কর্তৃক ২০০৯-২০১৩ মেয়াদে যে সকল কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে তা নিম্নে তুলে ধরা হলো:

ক. বিনিয়োগ প্রসার:

ক.১ সভা, সেমিনার, রোড শো আয়োজন:
দেশে বিনিয়োগ প্রসারের জন্য বিনিয়োগ বোর্ড মূলতঃ বিনিয়োগ উন্নয়নমূলক সভা, সেমিনার, রোড শো, কর্মশালা ইত্যাদির আয়োজন করে থাকে; এর মধ্যে রয়েছে:

- দেশে ও বিদেশে রোড শো/সেমিনার আয়োজন বা অংশগ্রহণ করা;
- বিভিন্ন চেম্বার, এসোসিয়েশনের সাথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা;
- 'State of the Economy' – দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা ;
- 'Occasional Lecture Series'- দেশের অগ্রগতিতে ভূমিকা পালনকারী বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিষয়ভিত্তিক আলোচনা;
- বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে দেশে ও বিদেশে রোড-শো আয়োজন যেমন:
  - ৮ ডিসেম্বর, ২০১১ তারিখে হংকং-এ Investment Forum / রোড শো
  - ১৭-১৮ অক্টোবর, ২০১২ সময়ে সুইডেনে রোড-শো অনুষ্ঠিত
  - ২০১২ সালে দক্ষিণ কোরিয়াতে দু'টি বিনিয়োগ সেমিনারে যোগদান
  - বিনিয়োগ বোর্ড ও পিপিপি অফিসের যৌথ উদ্যোগে ৭-৮ ডিসেম্বর, ২০১২ তারিখে PPP Global Investors' Forum আয়োজন এছাড়াও জার্মান ট্রেড শো, Canada Showcase, 9th Power Bangladesh 2012, Exhibition সহ সর্বমোট ৩৬টি রোড-শো/ সেমিনার মেলায় অংশগ্রহণ।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাসসমূহ এবং সরকারি/বেসরকারি সংস্থাসহ দেশের শীর্ষস্থানীয় চেম্বারসমূহ ও দেশী-বিদেশী বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে বিনিয়োগ সংক্রান্ত প্রকাশনা বিনিয়োগকারীদের মাঝে ২০০৯-২০১৩ সময়ে ৬৫,১৪৯ কপি মুদ্রণ ও বিতরণ করা হয়েছে। সর্বমোট ১৭৯ টি সংস্থাকে চাহিদা মোতাবেক তথ্য বিতরণ করা হয়েছে।

১০ এপ্রিল, ২০১২ তুরস্কে Investment Forum আয়োজন | ৮ ডিসেম্বর, ২০১১ তারিখে হংকং-এ Investment Forum/রোড শো

ক.২-বিভিন্ন দপ্তরে বিনিয়োগ বিষয়ক তথ্য সরবরাহ:

বিনিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য, বিনিয়োগ পরিবেশ, বাংলাদেশে বিনিয়োগের রোডম্যাপ, প্রয়োজনীয় তথ্য সম্বলিত বেশ কিছু প্রকাশনা যেমন- Handbook, Leaflet, Brochure বিনিয়োগ বোর্ড নিয়মিত আপডেটসহ প্রকাশ করেছে।

খ: বিনিয়োগ পরামর্শ ও সেবাপ্রদান:

খ.১: প্রাক বিনিয়োগ পরামর্শ প্রদান:
৫৬০৭ জনকে প্রাক বিনিয়োগ পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

খ.২: অবকাঠামোগত সুবিধা প্রদান:
বিনিয়োগ প্রসারে নানাবিধ অবকাঠামোগত সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। ১৬৮৬ জন বিদেশী বিনিয়োগকারী ও তাঁদের প্রতিনিধিদের বিমান বন্দরে ভিসা-অন এরাইভাল/ল্যান্ডিং পারমিট প্রদানের সুপারিশ প্রেরণ করা হয়েছে এবং ৬৭৬ জন দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগকারীদের বিমান বন্দরে ভিআইপি/সিআইপি সুবিধা ও সৌজন্য সেবা প্রদান করা হয়েছে ।

গ. বিনিয়োগ বোর্ড কর্তৃক প্রকাশনাঃ

- Investing in Bangladesh- Handbook and Guidelines;
- The Cost of Doing Business in Bangladesh;
- FDI in Bangladesh 1971-2010;
- Various Sector Publication on Agricultural Sector; and
- Investment brochure in English, Chinese language.
- Bangladesh Investment Review (Quarterly newsletter of Board of Investment)
- Successful Investors Story সহ বিভিন্ন প্রকাশনা প্রনয়ন করা হয়েছে।

রোড-শো/ সেমিনার/ মেলায় অংশগ্রহণ

গ. বিনিয়োগ সহায়তা:

গ. (১) স্থানীয় বিনিয়োগ নিবন্ধন (জানুয়ারি, ২০০৯ থেকে ডিসেম্বর, ২০১৩) অনুযায়ী:

- নিবন্ধিত প্রকল্প - ৭,৬০২ টি
- প্রস্তাবিত বিনিয়োগের পরিমাণ- টাঃ ২০,৯০,৭৭৫ মিঃ

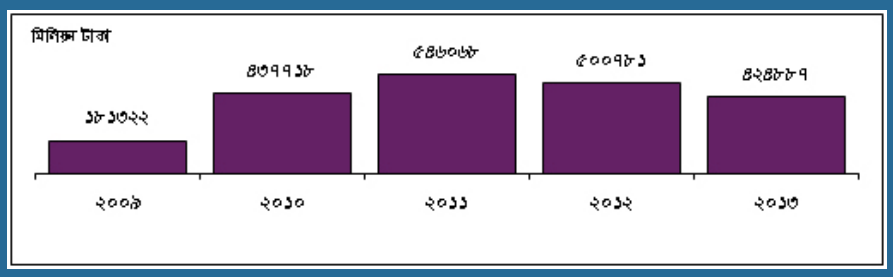

২০০৯-১৩ মেয়াদে স্থানীয় বিনিয়োগ

গ. (২) যৌথ ও ১০০% বিদেশী বিনিয়োগ নিবন্ধন (জানুয়ারি, ২০০৯ থেকে ডিসেম্বর, ২০১৩) অনুযায়ী

▶ নিবন্ধিত প্রকল্প	৯১৬ টি
▶ বিনিয়োগের পরিমাণ (প্রস্তাবিত)	টাঃ ১১,৬৯,৫১৯ মি:
	মাঃ ডঃ ১৫,৪৮৩ মি:
▶ কর্মসংস্থান	৩,০৭,৩১৩ জন

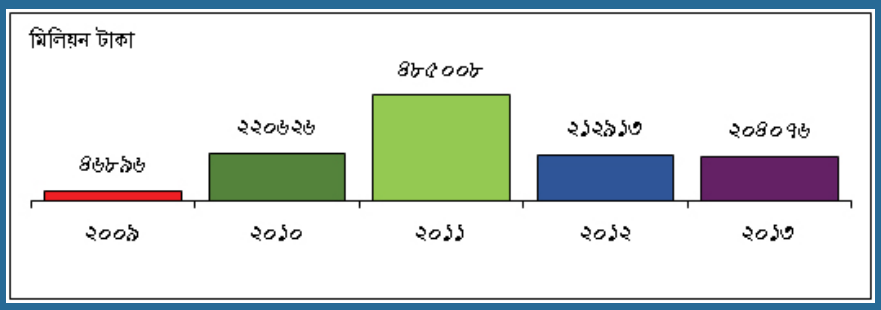

২০০৯-১৩ মেয়াদে যৌথ ও ১০০% বিদেশী বিনিয়োগের পরিমাণ

২০০৯ হতে ২০১৩ পর্যন্ত দেশে আগত প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ এর পরিমাণ ৫,৬৪৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার; এর মধ্যে নতুন মূলধন হিসেবে এসেছে ২,২১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, পুনঃ বিনিয়োজিত হয়েছে ২,৫০৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং আন্তঃকোম্পানী ঋণ এসেছে ৯২৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। দেশে আগত প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ শতকরা প্রায় ২০% হারে বেড়েছে।

শিল্পে ওয়ার্ক পারমিট প্রদান (নতুন)	৫৮০৪ জন
শিল্পে ওয়ার্ক পারমিট প্রদান (মেয়াদ বৃদ্ধি)	৮২৪১ জন
লিয়াজোঁ অফিস স্থাপন (নতুন)	৩৭২ টি
লিয়াজোঁ অফিস স্থাপন (মেয়াদ বৃদ্ধি)	৫৬১ টি
ব্রাঞ্চ অফিস নতুন স্থাপন	১৫৪ টি
ব্রাঞ্চ অফিস মেয়াদ বৃদ্ধি	২৫৮ টি
রিপ্রেজেন্টেটিভ অফিস নতুন স্থাপন	১৯ টি
রিপ্রেজেন্টেটিভ অফিস মেয়াদ বৃদ্ধি	১০ টি

গ. (৩) প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ

২০০৯-২০১৩ মেয়াদে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ নিম্নরূপঃ

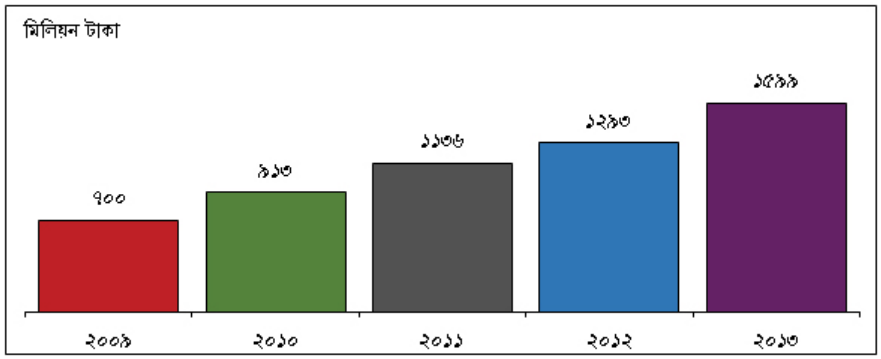

গ. (৪) উৎসভেদে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগঃ

২০০৯-২০১৩ মেয়াদে উৎসভেদে মোট প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণঃ

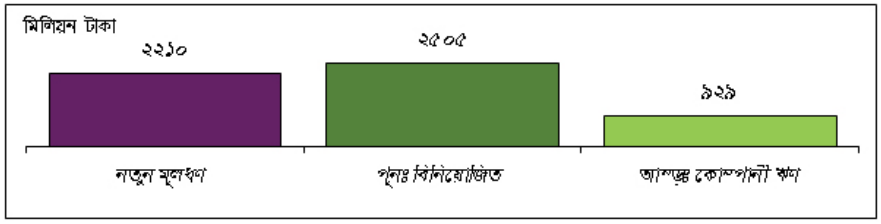

গ. (৫) বৈদেশিক ঋণ অনুমোদন সংক্রান্ত (২০০৯-২০১৩):

২০০৯ হতে ২০১৩ পর্যন্ত ৪,১৮৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বৈদেশিক ঋণ অনুমোদন করা হয়েছে । এটি প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ এর সহায়ক হিসেবে কাজ করবে বলে আশা করা যায়।

পাওয়ার প্লান্ট, ওরিয়ন গ্রুপ

বৈদেশিক ঋণ

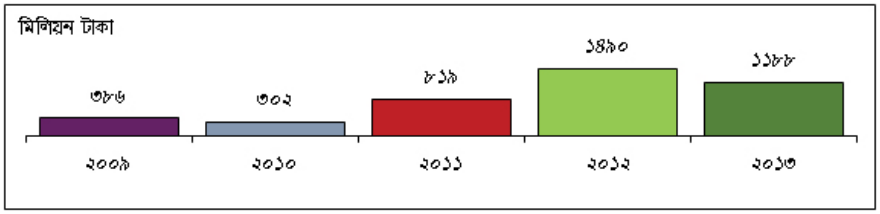

বহিঃপ্রত্যাবাসন (২০০৯-২০১৩):

২০০৯ হতে ২০১৩ পর্যন্ত ৩০৪.৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার রয়্যালটি, কারিগরি সহায়তা, কারিগরি প্রজ্ঞাপন ফি হিসেবে প্রত্যাবাসনের অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

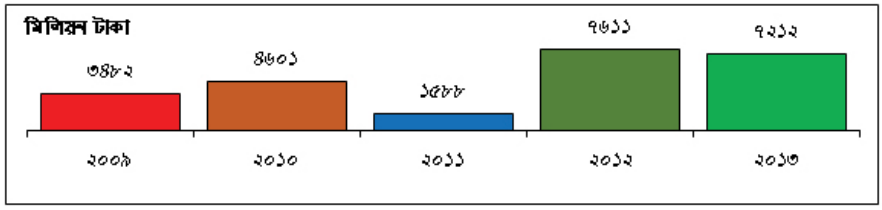

প্রাসঙ্গিকভাবে নিম্নে বাংলাদেশের বিনিয়োগ পরিবেশের ওপর বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের মতামত উল্লেখ করা হলোঃ

Citi Investment Research & Analysis termed Bangladesh, China, Egypt, India, Indonesia, Iraq, Mongolia, Nigeria, Philippines, Sri Lanka and Vietnam as the most promising (per capita) growth prospects.

Goldman Sachs branded Bangladesh in 'Next 11' list after the BRIC nations

The International Monetary Fund (IMF) commented on the economy of Bangladesh as resilient export and remittance flows have bolstered growth and external stability

The Wall Street Journal (WSJ) dismissed the previous branding of Bangladesh saying , 'Basket Case' No More - with a higher growth rate, a lower birth rate, and a more internationally competitive economy

JP Morgan Chase commented that Bangladesh the country ranks fourth in growth in economically active population

Morgan Stanley has commented that Bangladesh is at the very early stages of an investment boom

New York Times has termed Bangladesh as "an unlikely corner of Asia, strong promise of growth"…

An HSBC report (2012) titled 'The World in 2050', listed Bangladesh as one of the top 7 countries expected to deliver the fastest growth en route to 2050.

"World Economic Situation and Prospects 2013" of United Nations termed Bangladesh as " …strong growth performances continued… ".

The Global Competitive Report 2013" of World Economic Forum (WEF) reported that Bangladesh had elevated to 8 stages point this year

McKinsey & Co. in its latest survey viewed "Bangladesh is still No. 1 as the global sourcing hub for RMG"

বাণিজ্য উদারীকরণে বাংলাদেশের অবস্থান:

যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী ফোর্বস ম্যাগাজিন সম্প্রতি প্রকাশিত এক সংখ্যায় ওয়াশিংটন ভিত্তিক পিউ রিসার্চ সেন্টার কর্তৃক বিশ্বের ৪৪টি দেশের উপর চালানো এক গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। গবেষণায় বাণিজ্য উদারীকরণে বাংলাদেশ এর অবস্থান বিশ্বে দ্বিতীয় বলে জানিয়েছে। তারা আরও জানিয়েছে যে দক্ষিণ এশিয়ায় এক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান শীর্ষে। গবেষণায় দেখা যায়, বাংলাদেশ মুক্তবাজার ও বাণিজ্যের জন্য সহায়ক শক্তি হিসেবে এগিয়ে এসেছে। জরিপে অংশ নেওয়া ৮০ শতাংশ মানুষ মনে করে, বাংলাদেশ বাণিজ্য বিনিয়োগ উদারীকরণের জন্য সহায়ক। সেজন্য বাংলাদেশ এখন বিনিয়োগের জন্য অন্যতম পছন্দের দেশ।

ঘ. বিনিয়োগ বিষয়ক নীতি ও পরামর্শ প্রদান (২০০৯-২০১৩):

► মাসিক কার্যাবলীর প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ	৫৬ টি
► বিনিয়োগ বোর্ডের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশনা (২০০৯ হতে ২০১২)	০৪ টি
► নবম জাতীয় সংসদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব প্রদান	৬৪ টি
► বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ সভায় অংশগ্রহণ/মতামত প্রদান	৫৪১ টি
► বিভিন্ন সংস্থা/বিনিয়োগ বোর্ডের অধিশাখাসমূহ হতে প্রাপ্ত পত্রের ওপর গৃহীত কার্যক্রম	২৯১৯ টি
► প্রেস রিলিজ-এর জন্য নিয়মিত তথ্য প্রেরণ	৪৪ টি
► বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষায় অন্তর্ভুক্তির জন্য তথ্য প্রেরণ	১১ টি
► বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থার পলিসি'র উপর বিনিয়োগ বোর্ডের পক্ষ থেকে মতামত প্রেরণ	২২ টি
► তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর অধীনে বিনিয়োগ বোর্ডের পক্ষ থেকে তথ্য প্রেরণ	১২৩ টি

ঙ: বিবিধ বিষয় (২০০৯-২০১৩):

ঙ .১ বিনিয়োগ বোর্ডের নিজস্ব ভবন নির্মাণ প্রকল্প:

বিনিয়োগ বোর্ডের প্রধান কার্যালয়ের জন্য "Construction of 14-Storied Building with Three Basement for Head office of Board of Investment (BoI) at S.B. Nagar, Dhaka" শীর্ষক একটি প্রকল্প নেয়া হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৮ জুন ২০১১ তারিখে প্রকল্পের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। গত অর্থ-বছর (২০১৩-১৪) পর্যন্ত এ প্রকল্পে ১৪.০১ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে এবং অক্টোবর ২০১৪ পর্যন্ত ভৌত অগ্রগতি ২৮%। প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০১৪ তারিখ পর্যন্ত ছিল; কিন্তু নির্ধারিত সময়ে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন না হওয়ায় ১২৬৫৮.০০ লাখ টাকার পুনঃপ্রাক্কলন ধরে প্রকল্পের মেয়াদ ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখ পর্যন্ত বাড়ানোর কার্যক্রম নেয়া হয়েছে এবং সে মোতাবেক সংশোধিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

ঙ .২ বিনিয়োগ বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামো:

বিনিয়োগ বোর্ডের ২৯৩টি পদ সম্বলিত সাংগঠনিক কাঠামো ৩ আগস্ট ২০১২ সালে অনুমোদিত হয়েছে এবং সে মোতাবেক ২২ মে ২০১৩ তারিখে বিনিয়োগ বোর্ড (কর্মকর্তা ও কর্মচারি) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৩, বাংলাদেশ গেজেট-এর অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ

দেশে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন, শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান, উৎপাদন, রপ্তানী বৃদ্ধি এবং অনগ্রসর এলাকাসহ সম্ভাব্য সকল এলাকায় অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা, উন্নয়ন, পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা এবং নিয়ন্ত্রণ এর জন্য বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমান সরকারের "রূপকল্প ২০২১" অর্জন এর জন্য সরকারি, সরকারি-বেসরকারি, বেসরকারি এবং বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গঠনের জন্য বাংলাদেশ সরকার গুরুত্ব প্রদান করেছে। অর্থনৈতিক অঞ্চল গঠনের মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থান সম্ভব হবে যা দারিদ্র্য বিমোচন, মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং জনগণের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে।

অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা ও এর আইনগত কাঠামো

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন-২০১০, ১লা আগষ্ট ২০১০ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়। ১৭ নভেম্বর ২০১০ এ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইনের আওতায় অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠিত হয়। নভেম্বর ২০১১ এ একজন নির্বাহী চেয়ারম্যান নিয়োগের মাধ্যমে বেজার কার্যক্রম শুরু হয়। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরী প্রবিধানমালা, ২০১২ প্রণয়ন করা হয়েছে।

গভর্ণিং বোর্ডের প্রথম সভায় (১৮/০৪/২০১২) নিম্নোক্ত ৫টি এলাকায় অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়ঃ

প্রস্তাবিত স্থান	ভূমির পরিমাণ (একর)	অগ্রগতি (২০০৯ হতে ২০১৩ পর্যন্ত)
১। বঙ্গবন্ধু সেতু সংলগ্ন স্থান সিরাজগঞ্জ	১০৪১.৪৩	

সিরাজগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চলের ডেভেলপার নিয়োগের জন্য Expression of Interest(EOI) আহ্বান করা হয় ০৩ টি আন্তর্জাতিক ফার্ম আগ্রহ প্রকাশ করে। RFP প্রদান প্রক্রিয়াধীন। সিরাজগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চলের জমি অধিগ্রহণ শুরু করা হয়েছে।

২। মংলা, বাগেরহাট	২০৫.০০	

মংলা অর্থনৈতিক অঞ্চলের ডেভেলপার নিয়োগের জন্য Expression of Interest(EOI) আহবান করা হলে ০২ টি আন্তর্জাতিক ফার্ম আগ্রহ প্রকাশ করে। RFP প্রদান প্রক্রিয়াধীন। মংলা অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের অধিগ্রহণ কৃত অব্যবহৃত ২০৫ একর জমি বেজা'র অনুকূলে হস্তান্তরের নিমিত্ত ক্ষতিপূরণ বাবদ ৪৭,৪২,৪৮,২০৯.৫০ (সাতচল্লিশ কোটি বিয়াল্লিশ লক্ষ আটচল্লিশ হাজার দুইশত নয় টাকা পঞ্চাশ পয়সা) টাকার প্রাক্কলন জেলা প্রশাসক বাগেরহাট প্রস্তুত করেন।

প্রস্তাবিত স্থান	ভূমির পরিমাণ (একর)	অগ্রগতি (২০০৯ হতে ২০১৩ পর্যন্ত)
৩। মীরসরাই, চট্টগ্রাম	৭৭১৬.৮৫	

গভর্ণিং বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, মীরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলের Feasibility Study সম্পন্ন করার জন্য Japan Development Institute (JDI) in joint venture with Maxwel stamp Ltd (BD) and Sheltech Pvt Ltd(BD) কে নির্বাচন করা হয়।

৪। গহিরা, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম	৬৩৪.৯০	

গভর্ণিং বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, গহিরা আনোয়ারা অর্থনৈতিক অঞ্চলের Feasibility Study সম্পন্ন করার জন্য Japan Development Institue (JDI) in joint venture with Maxwel stamp Ltd (BD) and Sheltech Pvt Ltd (BD) কে নির্বাচন করা হয়।

৫। শেরপুর, মৌলভীবাজার	৩৫২.৮৯	

গভর্ণিং বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শেরপুর অর্থনৈতিক অঞ্চলের Feasibility Study সম্পন্ন করার জন্য Japan Development Institute (JDI) in joint venture with Maxwel stamp Ltd (BD) and Sheltech Pvt Ltd (BD) কে নির্বাচন করা হয়।

বিনিয়োগ বোর্ডের নির্বাহী চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে বিগত ২৩/০৪/১৩ তারিখের সভায় নিম্নবর্ণিত স্থানসমূহে প্রাথমিকভাবে অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত নির্বাচন করা হয়।

ক্রমিক নং	স্থানের নাম	জমির পরিমাণ (একর)
১।	আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	৩২৮
২।	নীলফামারী সদর উপজেলা, নীলফামারী	১০৭
৩।	সুবর্ণচর, নোয়াখালী	৩৫০
৪।	পুরাতন আরিচা ফেরীঘাট এলাকা, মানিকগঞ্জ	৩০০

বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল সমূহ ঃ

ক্রমিক নং	স্থানের নাম	জমির পরিমাণ (একর)
০১।	বাউশিয়া, মুন্সিগঞ্জ (বিজিএমইএ কর্তৃক গার্মেন্টস শিল্প পার্ক প্রতিষ্ঠা)	৫৩০
০২।	ডাঙ্গা, পলাশ উপজেলা, নরসিংদী (এ.কে খান এন্ড কোঃ লিঃ কর্তৃক প্রস্তাবিত অর্থনৈতিক অঞ্চল)	২০০

বেজার আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প

প্রকল্পের নাম ঃ "সাপোর্ট টু ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অব বাংলাদেশ ইকোনমিক জোনস অথরিটি প্রকল্প

মেয়াদ	ঃ নভেম্বর ২০১১ থেকে জুন ২০১৬ পর্যন্ত
প্রাক্কলিত ব্যয়	ঃ ৭৩২০.৪৬ লক্ষ টাকা (জিওবি ১২৭.০০ লক্ষ এবং প্রকল্প সাহায্য ৭১৯৩.৪৬ লক্ষ)
অগ্রগতি	ঃ ডিসেম্বর/২০১৩ পর্যন্ত১০.৪০%

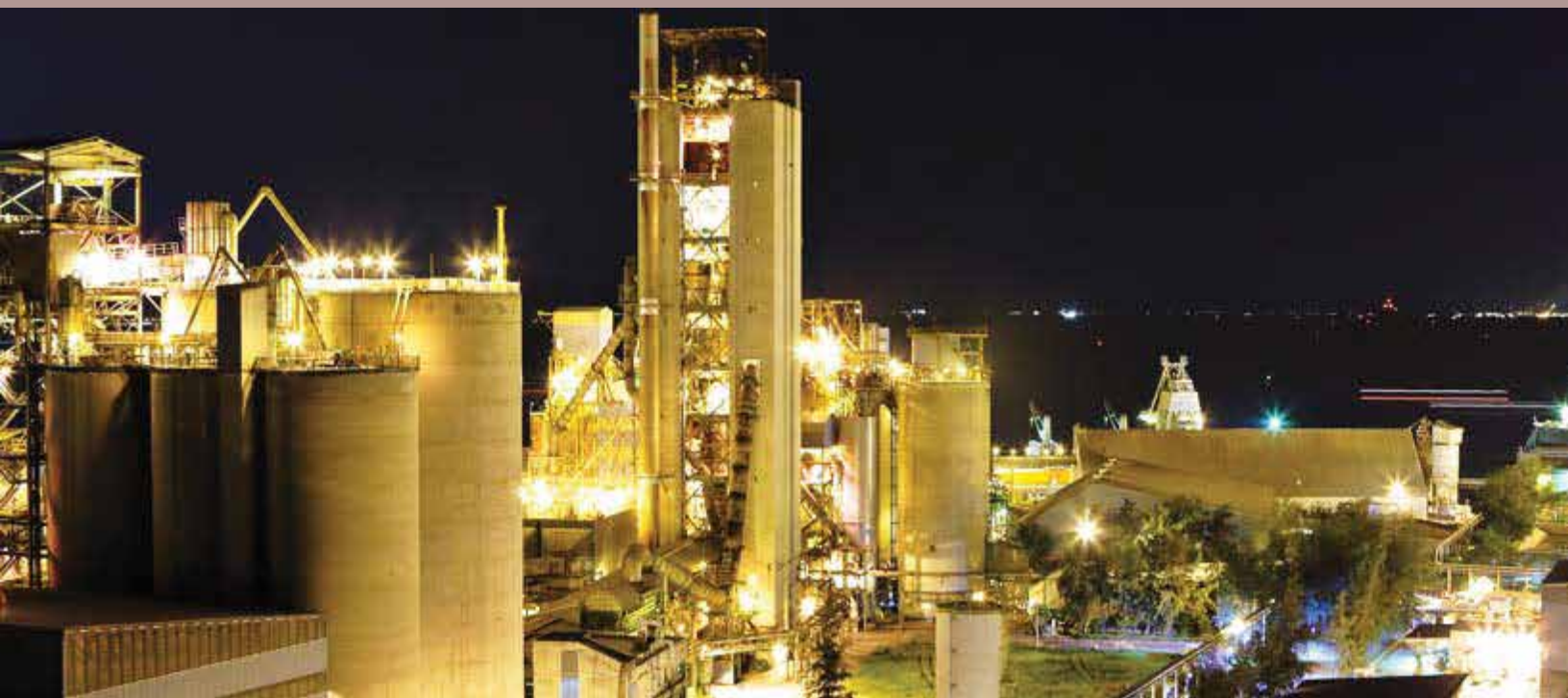

বাংলাদেশ রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুদক্ষ নেতৃত্বে পরিচালিত বেপজা আজ দেশের একটি অন্যতম সফল সংস্থা। তাঁর দূরদর্শী সিদ্ধান্ত, বিচক্ষণ নেতৃত্ব ও সুদক্ষতার সাথে সঙ্গতি রেখে বিনিয়োগ আকর্ষণের লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে প্লট স্বল্পতার কারণে ইপিজেডের কারখানা ভবন ৪২৩৪৭২.৬৪ বর্গমিটার উর্দ্ধমূখী সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

বেপজা ২০০৯-১৩ সময়ে রপ্তানী, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের পাশাপাশি বিদেশী-দেশী বিনিয়োগ আকর্ষণ, বৈদেশিক মুদ্রা আহরণ, প্রযুক্তি হস্তান্তর ও জাতীয় অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে।

১. বিনিয়োগ উন্নয়নমূলক প্রচার

বিলবোর্ড : ঢাকা শহরে গুরুত্বপূর্ণ ৪টি স্থানসহ ইপিজেডস্থ শহরসমূহে বর্তমান সরকারের সাফল্যের ধারাবাহিকতায় বেপজার অর্জন বিষয়ক উন্নয়নমূলক ১৫টি বিলবোর্ড স্থাপন

বুলেটিন : বেপজার কার্যক্রম প্রচার ও বিনিয়োগ আকর্ষণের লক্ষ্যে ইংরেজী ভাষায় ত্রৈমাসিক বেপজা বুলেটিন প্রকাশ এবং দেশে-বিদেশে অবস্থিত দূতাবাসের মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার

ভিডিও ডকুমেন্টারী : বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত ৮টি ইপিজেডে বিনিয়োগ আকর্ষণের লক্ষ্যে প্রতিটি ইপিজেডের জন্য আলাদা করে ভিডিও ডকুমেন্টারী নির্মাণ ও দেশে-বিদেশে প্রচার, বেপজার ডকুমেন্টারী ফিল্ম ইংরেজী, জাপানী, চীনা ও কোরিয়ান ভাষায় নির্মাণ ও প্রচার কার্যক্রম চলমান

বার্ষিক প্রতিবেদন : ২০০৯ সাল থেকে নিয়মিতভাবে বেপজার আকর্ষণীয় বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ

সেমিনার : বিনিয়োগ উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের অংশ হিসেবে বেপজা কর্তৃক দেশে-বিদেশে বিভিন্ন সেমিনার ও মেলায় অংশগ্রহণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে বেপজা গভর্ণর বোর্ড সভায় দুরদর্শী সিদ্ধান্ত প্রণীত হয়েছে । মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইপিজেডের কারখানা সরজমিনে পরিদর্শন করেছেন

ঢাকা শহরের বিমানবন্দর সড়কে বিজয় স্মরণীর মোড়ে সরকারের সাফল্যের ধারবাহিকতায় বেপজার বিনিয়োগ উন্নয়নমূলক বিলবোর্ড

২. বিনিয়োগ, রপ্তানী ও শিল্প

২০০৯-১৩ সময়ে মোট নতুন বিনিয়োগের পরিমাণ ১১,৪৩৯.২২ কোটি টাকা

- ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত বিনিয়োগ ছিল ২৩,২১০.৫৩ কোটি টাকা
- ডিসেম্বর ২০০৮ পর্যন্ত বিনিয়োগ ছিল ১১,৭৭১.৫২ কোটি টাকা
- ডিসেম্বর ২০০৮ পর্যন্ত রপ্তানী হয়েছিল ১,৩৭,২৬৬.২৭ কোটি টাকা
- ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত মোট রপ্তানী হয়েছে ১,৫২,১২০.৯৮ কোটি টাকা

ইপিজেডসমূহের রপ্তানী আয় মোট জাতীয় রপ্তানীর গড়ে প্রায় ১৭-১৮%।

২০০৯-১৩ সময়ে বেপজা সরকারি কোষাগারে কর বাবদ ২১৭.৪১ কোটি টাকা জমা দিয়েছে। ২০০৯-১০ কর বর্ষে বেপজা কোম্পানী পর্যায়ে ৭ম সর্বোচ্চ আয়কর দাতা হিসেবে পুরস্কৃত হয়েছে।

৩. চালু শিল্প

- ডিসেম্বর ২০০৮ পর্যন্ত মোট শিল্প ছিল ২৯৩টি
- ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত ৪২৫টি নতুন শিল্প চালু হয়েছে
- ২০০৯-১৩ সময়ে নতুন শিল্পের সংখ্যা ১৩২ টি

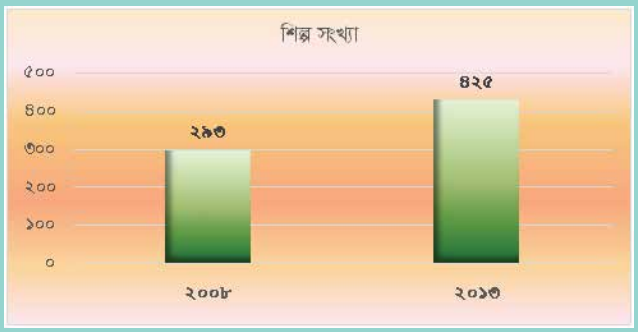

৪. কর্মসংস্থান

বিগত ৫ বছরে নতুন কর্মসংস্থানের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে ঃ

- ২০০৯-১৩ সময়ে ১,৭৭,৬৪১ জন বাংলাদেশী শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয়েছে
- ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জীভূত কর্মসংস্থান ৩,৮১,২৬২ জন
- জানুয়ারী ২০০৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জীভূত কর্মসংস্থান ছিল ২,০৩,৬২১ জন ।
- বর্তমানে ৮টি ইপিজেডে ৩,৯১,১৪৪ জন শ্রমিক কর্মরত

বেপজার নির্বাহী চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল মুহম্মদ হাবিবুর রহমান খান, এনডিসি, পিএসসি এর
উপস্থিতিতে ইপিজেডে শিল্প স্থাপনের অনুমোদনের জন্য বিদেশী বিনিয়োগকারী ও বেপজার মধ্যে লীজ চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

৫. নারীর ক্ষমতায়ন

- বাংলাদেশ ব্যাংক ও বেপজার যৌথ অর্থায়নে ইপিজেডস্থ শিল্পসমূহে কর্মরত মহিলা শ্রমিকদের আবাসনের লক্ষ্যে ডরমিটরী নির্মাণের উদ্যোগ,
- দেশের উত্তরাঞ্চলের দারিদ্র্যপীড়িত নারীদের প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে ডরমিটরী নির্মাণ,
- ২০১২ সালে বেপজা নারীর ক্ষমতায়নে অবদানের জন্য দি ইন্টারন্যাশনাল ফাইনান্স কর্পোরেশন থেকে "IFC CEO Gender Award" অর্জন

নীলফামারীতে অবস্থিত উত্তরা ইপিজেডে নারী শ্রমিকরা সাইকেল চালিয়ে কর্মক্ষেত্রে যাতায়াত করে । দেশের উত্তরাঞ্চলের দারিদ্র্যপীড়িত নারীদের প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে ইপিজেডে নির্মিত ডরমিটরী

৬. শ্রমিকদের মজুরি ও সুবিধাদি

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশক্রমে ২০০৯-১৩ সালের মধ্যে ইপিজেডের শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি কাঠামো ও অন্যান্য সুবিধাদি দুইবার বৃদ্ধি করা হয়। এক্ষেত্রে ২০১০ সালে ৩৪%-৯৩% ও ২০১৩ সালে ৪৬% পর্যন্ত বৃদ্ধি। বর্তমানে সর্বনিম্ন মজুরী $৭০ (৳ ৫,৬০০)।

ইপিজেডে একটি আধুনিক ইলেকট্রনিঙ কারখানায় কর্মরত বাংলাদেশী নারী শ্রমিক

৭. ইপিজেডের শ্রমিকদের সুবিধাদি

ইপিজেডের শ্রমিকদের বাৎসরিক ১০% বেতন বৃদ্ধি, প্রভিডেন্ট ফান্ড, উৎসব ভাতা, ওভার টাইম সুবিধা, খাদ্য/খাদ্য ভাতা, যাতায়াত/যাতায়াত ভাতা, মাতৃত্বকালীন ছুটি, ফ্রি মেডিকেল সার্ভিস ইত্যাদি সুবিধা দেওয়া হয়।

নীলফামারীতে অবস্থিত উত্তরা ইপিজেডে চশমা ও সানগ্লাস উৎপাদনকারী একটি বিদেশী কারখানায় কর্মরত শ্রমিক । ইপিজেডের কারখানাসমূহ শ্রমিকদের সুষম খাদ্য ও উন্নত ক্যান্টিন সুবিধাসহ অন্যান্য সুবিধা প্রদান করে

ইপিজেডের শ্রমিকদের বেপজা মেডিকেল সেন্টার ও শিল্পসমূহের স্ব-স্ব মেডিকেল সেন্টারের মাধ্যমে বিনামূল্যে উন্নত চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়

বেপজার নির্বাহী চেয়ারম্যান নিজ দপ্তর থেকে ইপিজেডের মহাব্যবস্থাপকগণের সঙ্গে নিয়মিত ভিডিও কনফারেন্স করেন

৮. শ্রমিক কল্যাণ

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী সিদ্ধান্তে শ্রমিকদের কল্যাণে 'ইপিজেড শ্রমিক কল্যাণ সমিতি ও শিল্প সম্পর্ক আইন-২০১০' পাশ।
- ইপিজেডে চালু শিল্প সমূহের মধ্যে ৩৯৩টি শ্রমিক কল্যাণ সমিতি গঠনের যোগ্য। ২৯১টি শিল্পে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর মধ্যে ২১৭টি শ্রমিক কল্যাণ সমিতি গঠনের পক্ষে এবং ৭৪টি বিপক্ষে ভোট দিয়েছে। ইতিমধ্যে ২০৯টি শিল্পে সমিতি গঠন করা হয়েছে যারা সিবিএ হিসেবে কাজ করছে।

ইপিজেড শ্রমিক কল্যাণ সমিতি গঠনের লক্ষ্যে ভোট দিচ্ছে শ্রমিকরা

পরিবেশ রক্ষায় ইপিজেডের অভ্যন্তরে ও কারখানসমূহে বর্জ্য পরিশোধনাগার রয়েছে

৯. ডিজিটাল বাংলাদেশ ও পরিবেশগত উন্নয়নে বেপজা

- অটোমেশন পদ্ধতিতে আমদানি, রপ্তানি ও সাবকন্ট্রাক্ট এর অনুমতি প্রদান এবং সিসি টিভি ক্যামেরার মাধ্যমে সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ
- ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে ইপিজেড সমূহের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা
- ডাইনামিক ওয়েবসাইট চালু এবং বেপজা নির্বাহী দপ্তর ও ইপিজেডসমূহ Wi-Fi I LAN-WAN এর আওতাধীন
- ঢাকা, চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা ইপিজেডে ২০১২-১৩ সময়ে ০৩টি কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগার (CETP) চালু
- চট্টগ্রাম, কর্ণফুলী, আদমজী ও কুমিল্লা ইপিজেডে ২০০৯, ২০১০ ও ২০১৩ সময়ে ০৪টি পানি পরিশোধনাগার (WTP) চালু
- ঢাকা ও চট্টগ্রাম ইপিজেডে ২০০৯-১০ সময়ে ২০০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু।

১০. কমপ্লায়েন্স ও সামাজিক দায়বদ্ধতা

- ৯৩% কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকরণ
- শ্রম ও কর্ম পরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে ৬০ জন সোশ্যাল ও ৩০ জন পরিবেশ কাউন্সেলর নিয়োগ
- মালিক-শ্রমিক বিরোধ নিষ্পত্তিতে ৮টি ইপিজেডের জন্য ৩জন কন্‌সিলিয়েটর (মীমাংসাকারী) নিয়োগ দেয়া হয়েছে এবং ৩ জন আরবিট্রেটার (সালিশকারী) নিয়োগ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে
- আধুনিক ফায়ার স্টেশন স্থাপন ও নিয়মিত অগ্নি নির্বাপণ মহড়া, যথাযথ বিল্ডিং কোড অনুসরণ এবং শ্রমিকদের নিরাপত্তায় পুলিশ ফাঁড়ি নির্মাণ
- শ্রমিকদের সুবিধার্থে ক্যান্টিন, ডে-কেয়ার সেন্টার, স্কুল-কলেজ স্থাপন এবং বার্ষিক বনভোজন ও নববর্ষ উদযাপনসহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়

ইপিজেডের একটি ডে-কেয়ার সেন্টার । ইপিজেডে নিয়মিত অগ্নি নির্বাপণ মহড়ার আয়োজন করা হয়

বেপজার আয়োজনে ইপিজেডের শ্রমিকরা জনপ্রিয় ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করেন এবং শ্রমিক ও কর্মচারীরা একই সাথে ঢাকা ইপিজেডের অভ্যন্তরে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন

১১. বেপজার প্রবৃদ্ধি ২০১৩-১৪ অর্থ বছর

বিনিয়োগ ২২.৫৩ শতাংশ বৃদ্ধি

দেশের ৮টি ইপিজেডে চালু শিল্পসমূহে ৪০২.৫৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রকৃত বিনিয়োগ হয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে বিনিয়োগ হয়েছিল ৩২৮.৫৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

রপ্তানী ১৩.৭৬ শতাংশ বৃদ্ধি

ইপিজেডের শিল্পসমূহ ৫৫২৫.৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের পণ্য রপ্তানী করেছে। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে রপ্তানী হয়েছিল ৪৮৫৬.৬৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

জাতীয় রপ্তানীতে বেপজার অবদান

দেশের ৮টি ইপিজেডের চালু শিল্পসমূহ রপ্তানীর আয়ের মাধ্যমে জাতীয় রপ্তানীতে ১৮.৩০ শতাংশ অবদান রেখেছে। পূর্ববর্তী অর্থ বছরে যার পরিমাণ ছিল ১৭.৯৭ শতাংশ।

নতুন কর্মসংস্থান

দেশের ৮টি ইপিজেডে ১৭৫৪০ জন বাংলাদেশী নাগরিকের কর্মসংস্থান হয়েছে।

শিল্প ইউনিট

৪২৮ টি শিল্প উৎপাদনরত, ১২৬ টি শিল্প বাস্তবায়নাধীন, ১৭টি শিল্প চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।

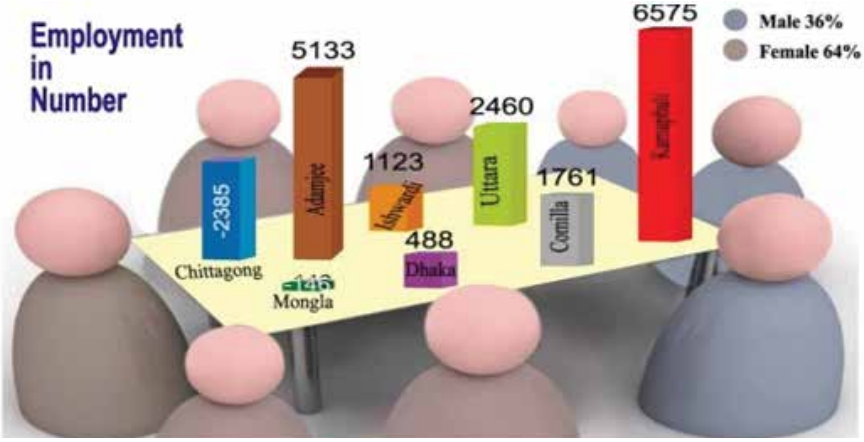

১২. ০৮টি ইপিজেডের পুঞ্জীভূত সাফল্য চিত্র (জুন, ২০১৪ পর্যন্ত)

- ৩,১৮৮.০৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মোট প্রকৃত বিনিয়োগ
- ৪০,০২৭.৬৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের পণ্য রপ্তানী
- জাতীয় রপ্তানীতে বেপজার গড় অবদান প্রায় ১৮ শতাংশ
- ৩,৮৯,০১৭ জনের প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান, যার মধ্যে ৬৪% নারী

বিনিয়োগকারী দেশ

০৮টি ইপিজেডে জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, চীন, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, নেদারল্যান্ড, কানাডা, সিঙ্গাপুর, ডেনমার্ক, মালয়েশিয়া, ইতালি, ইউক্রেন, ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলংকাসহ ৩৭ টি দেশের বিনিয়োগকারীগণ শিল্প স্থাপন করেছে।

উৎপাদিত পণ্য

ইপিজেডসমূহে গার্মেন্টস্ (নীট ও ওভেন), গার্মেন্টস্ সরঞ্জামাদি, টেক্সটাইল, সোয়েটার, টেরি টাওয়েল, জুতা, চামড়াজাত পণ্য, ইলেকট্রনিক্স ও ইলেকট্রিক্যাল পণ্য, প্লাস্টিক ও মেটাল পণ্য, কৃষিজাত ও কাগজ জাত পণ্য, জুয়েলারী, টুপি, রশি, বিদ্যুৎ প্লান্ট, ক্রীড়া সামগ্রী, খেলনা, কেমিক্যাল, ফার্নিচার, তাবু, মাছ ধরা ও গলফ্ খেলার সামগ্রী উৎপাদিত হচ্ছে।

১৩. অর্জন

FDI, The Financial Times, London জরিপে চট্টগ্রাম ইপিজেডের স্বীকৃতি-

- Best Economic Potential 2010-11 Category তে চতুর্থ স্থান লাভ
- ৭০০ ইকোনমিক জোনের মধ্যে Cost Effective Zone তে তৃতীয় স্থান লাভ
- FDI Global Free Zone of the Future 2012-13 Category নবম স্থান লাভ

বাংলাদেশ বেসরকারি ইপিজেড গভর্ণর বোর্ডের নির্বাহী সেল

বাংলাদেশ বেসরকারি ইপিজেড গভর্ণর বোর্ডের নির্বাহী সেল, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের তত্ত্বাবধানে বর্তমানে দুইটি বেসরকারি ইপিজেড এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে ঃ

(১) কোরিয়ান ইপিজেড, চট্টগ্রাম;

(২) রাংগুনিয়া ইপিজেড, চট্টগ্রাম।

এছাড়া নির্বাহী সেলের তত্ত্বাবধানে জাইকার অর্থায়নে ২০১১-২০১৪ পর্যন্ত সময়ে বাংলাদেশের Investment Climate Improvement -এর বিষয়ে একটি প্রকল্প পরিচালিত হয়েছে।

কোরিয়ান ইপিজেড, চট্টগ্রাম ঃ কোরিয়ান ইপিজেড কর্পোরেশন(বিডি) লিঃ নামক একটি বিদেশী কোম্পানী চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীর তীরে ২৪৯২.৩৫(দুই হাজার চার শত বিরানবক্ষই দশমিক তিন পাঁচ) একর জমির উপর 'কোরিয়ান ইপিজেড' বাস্তবায়ন কাজ শুরু করেছে। ইতোমধ্যে কোরিয়ান ইপিজেড এলাকা উন্নয়ন করে কর্ণফুলি 'স্যু' ইন্ডাস্ট্রি নামক একটি অত্যাধুনিক 'স্যু' ইন্ডাস্ট্রি স্থাপন করা হয়েছে। এই ইন্ডাস্ট্রি থেকে উৎপাদিত পণ্য বিদেশে রপ্তানী করা হচ্ছে। উক্ত ইন্ডাস্ট্রিতে ইতোমধ্যে কয়েক হাজার বাংলাদেশী বেকার লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। কোরিয়ান ইপিজেড এলাকায় শতাধিক ছোট বড় ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য প্লট তৈরির কাজ এগিয়ে যাচ্ছে। প্লটসমূহে অদূর ভবিষ্যতে বিভিন্ন শিল্প কারখানা স্থাপিত হবে। কোরিয়ান ইপিজেড পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়িত হলে লক্ষাধিক বাংলাদেশী লোকের কর্মসংস্থান হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। তাছাড়া দেশে মহিলাদের কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। উপরন্তু, বেসরকারি ইপিজেডে স্থাপিতব্য বিভিন্ন শিল্পকারখানার জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল এদেশ থেকে ক্রয় করা হচ্ছে। এভাবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বেসরকারি ইপিজেডগুলো গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

কোরিয়ান ইপিজেড

- ১২টি স্যুট সম্পন্ন ৭০টি রুমের সুবিধাসহ কনফারেন্স হলসহ ডরমিটরী
- ১৪টি PRE-FAB ফ্যাক্টরী ভবন যার ফ্লোর বিস্তৃতি ১০০,০০০ স্কয়ার মিটার
- ৪.৬ K.M ক্ষমতা সম্পন্ন ৩৩ KV ট্রান্সমিশন ওভারহেড লাইন
- ২১ কিলোমিটার বাঁধ/রিং রোড যার ১৪ কিমি রাস্তা পাকা
- ২০০ একর জমি জোন সহায়ক সেবার জন্য উন্নয়ন
- গলফ কোর্ট নির্মাণ
- ১০ লক্ষ ৭০ হাজার বৃক্ষ রোপনের মাধ্যমে ১০০০ হাজার ৫০০ একর জমিতে সবুজ পরিবেশ তৈরি
- ১৩০ একর জমিতে ১৭টি লেক সৃজন

KEPZ কর্তৃক উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী ও রপ্তানীর মাধ্যমে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা (ইউএস মিলিয়ন)

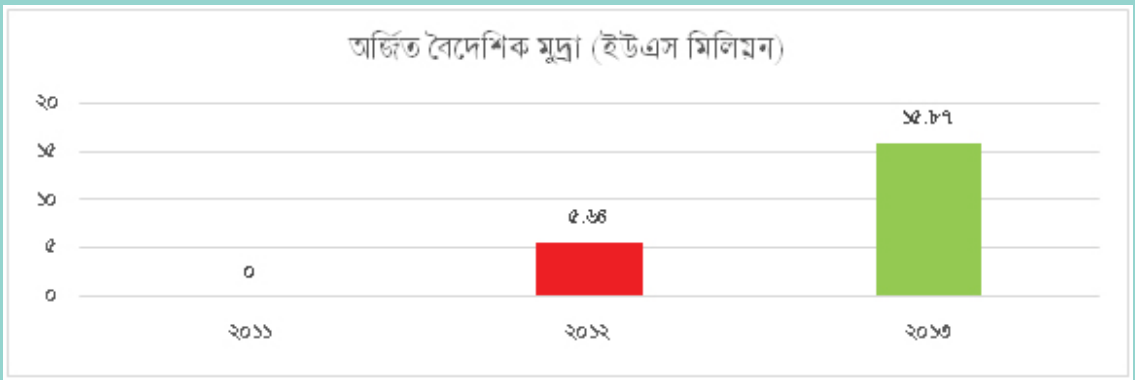

উল্লেখযোগ্য তথ্যঃ

- ২০১১ সাল থেকে প্রাথমিকভাবে KEPZ-এর ফ্যাক্টরী থেকে উৎপাদিত জুতা রপ্তানী কার্যক্রম শুরু হয়;
- ২০১২ সালে এ খাত থেকে উৎপাদিত ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পরিমাণ প্রায় ৫ গুন বৃদ্ধি পায়;
- ২০১৩ সালে জুতার সাথে হ্যান্ড ব্যাগ উৎপাদন ও রপ্তানী কার্যক্রম শুরু হয়;
- ২০১৪ সালে জুতা ও হ্যান্ড ব্যাগের সাথে তৈরি পোশাক উৎপাদন ও রপ্তানী কার্যক্রম শুরু হয়;
- KEPZ-এর উৎপাদিত ৩টি সামগ্রী ইউরোপের বিভিন্ন দেশসমূহে রপ্তানী হয়ে থাকে এবং ক্রমান্বয়ে এসকল সামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে

সাল	উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী	সংখ্যা/জোড়া	রপ্তানীর মূল্য ($)
২০১১	জুতা	১,৪০০	১৮,৪৮০.০০
২০১২	জুতা	৪,৬২,২৮২	৫৬,৩৯,২৯৬.৮৩
২০১৩	জুতা	১,১৪২,২৫৪	১,৫২,০৬,৫৫৫.৪৩
	হ্যান্ড ব্যাগ	৬০,৪১১	৬,৬৭,৯৩৯.১১

▲ কোরিয়ান ইপিজেড (KEPZ)-এর শিল্প কমপ্লেক্স-এর সার্বিক চিত্র

▲ কর্নফুলী জুতা শিল্প প্রতিষ্ঠানের (KSI) সম্মুখ ভাগ

▼ KEPZ-এ নির্মিত ফ্যাক্টরী বিল্ডিংসমূহ

▼ KEPZ-এ পোশাক তৈরির ফ্যাক্টরী

KEPZ-এ পরিবেশগত অবস্থান

KEPZ-এর পরিবেশ ব্যবস্থাপনার সংক্ষিপ্ত অবস্থান

(ক) Control Effluent Treatment Plant (CETP) স্থাপন,

(খ) সবুজ বেষ্টনীর মাধ্যমে KEPZ-এর ৩৩% জমির এলাকা আচ্ছাদিত করা হবে বলে জানা যায়,

(গ) বৃষ্টির পানির সর্বাধিক সংরক্ষণের জন্য পানি ধারণ ব্যবস্থার (Creation of Water Reservation) সৃষ্টি করা হয়েছে,

(ঘ) ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার হ্রাসকরণ (নিম্নপর্যায়ে),

(ঙ) বর্জ্য অপসারণের যথাযথ ব্যবস্থাকরণ,

(চ) এছাড়া প্রয়োজনীয় সহায়ক যন্ত্রপাতি সজ্জিত করে পরিবেশগত টিম গঠন করার পরিকল্পনা রয়েছে হবে,

(ছ) গঠিত টিম যারা KEPZ-এর প্রকল্পের তরলিত বর্জ্য, পরিবেষ্টনকারী বাতাস, শব্দ, পানির মান (উজানস্রোত ও ভাটির) মূল্যায়ন করে পরিবেশ বিভাগে ত্রৈমাসিক ভিত্তিক প্রতিবেদন প্রদান করবে।

▲ KEPZ-এ বনায়নের বাস্তব চিত্র

▲ সবুজায়নের জন্য KEPZ-এ বৃক্ষায়ন

▼ বিদেশী বিনিয়োগকারীদের অবসর বিনোদনের জন্য সৃষ্ট গলফ কোর্স

▼ KEPZ-এ ইয়াংওয়ান, বাংলাদেশ-এর প্রধান কার্যালয়

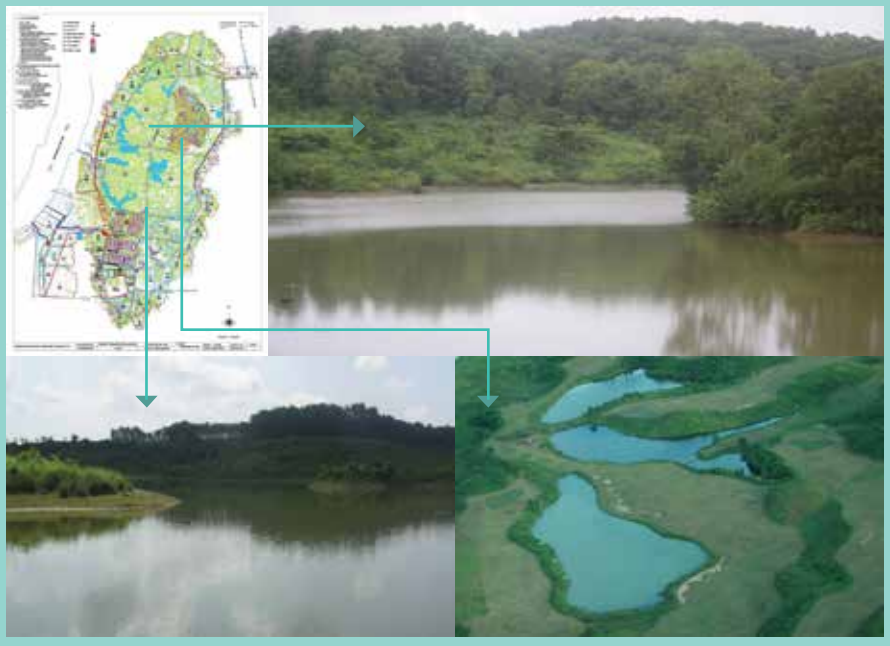

KEPZ-এর বর্তমান অবস্থান ঃ পানি সংরক্ষণ ব্যবস্থা (মোট ভূমির ৩.১%)

রাংগুনিয়া ইপিজেড

চিটাগাং ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক লিঃ নামক একটি দেশীয় প্রাইভেট কোম্পানী, চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় নিজস্ব ৭৬.৩৪ একর ভূমিতে বেসরকারি ইপিজেড প্রতিষ্ঠার জন্য লাইসেন্স প্রাপ্ত হয় এবং পরবর্তীতে আরও ২১৯.০৯ একর ব্যক্তি মালিকানাধিন ও সরকারি ভূমি অধিগ্রহণে প্রস্তাব করে যা অধিগ্রহণের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এ ইপিজেডে তথ্যপ্রযুক্তি ও কৃষিনির্ভর শিল্প ইন্ডাস্ট্রিজ গড়ে তোলা হবে। আশা করা যাচ্ছে যে, রাংগুনিয়া ইপিজেডে লক্ষাধিক লোকের কর্মসংস্থান হবে।

Investment Climate Improvement প্রকল্প

বেসরকারি ইপিজেড গভর্ণর বোর্ড, নির্বাহী সেলের প্রস্তাবনামতে জাইকার কারিগরি সহায়তায় ২০১১ সালে বাংলাদেশে Investment Climate Improvement -এর উপর একটি প্রকল্প পরিচালনা করা হয়। নির্বাহী সেলের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/অধিদপ্তরের Focal Point দের সমন্বয়ে বাংলাদেশে Investment Climate Improvement -এর বিষয়ে ৫(পাঁচ)টি সেমিনার/ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। তাছাড়া Focal Point দেরকে দুইটি ভাগে ভাগ করে পর্যায়ক্রমে ১০ দিন মেয়াদি প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে এবং জাপানের বিনিয়োগকারীদেরকে বাংলাদেশে বিনিয়োগে আগ্রহী করা জন্য JICA অর্থায়নে জাপানে প্রেরণ করা হয়। একটি গ্রুপকে 3rd Country Visit এর অংশ হিসেবে ইন্দোনেশিয়া ও ভিয়েতনামে প্রেরণ করা হয়। ফলে জাপানি বিনিয়োগকারীদের বাংলাদেশে বিনিয়োগে অনেক আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে।

পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ অফিস

দেশে বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণের লক্ষ্যে ২০০৯ সালে প্রথমে অর্থ মন্ত্রণালয়ে পিপিপি সেল গঠন করা হয়। পরবর্তীতে গত ২০১১ সালের জুলাই মাসে গুলশানস্থ পিংক সিটিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীন স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে পিপিপি অফিস স্থাপন করা হয়। ২০১১ সালের ২৩ জুন ১৯ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী সংবলিত পিপিপি অফিসের সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদন দেওয়া হয়। দেশে বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে পিপিপি অফিস নিরলসভাবে কাজ করে আসছে।

পিপিপি অফিসের কর্মকান্ড

১। পিপিপি অফিসের সাধারণ কার্যাবলী

পিপিপি অফিসের মূল লক্ষ্য হলো বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণের পাশাপাশি প্রকল্প গ্রহণে সংশিষ্ট মন্ত্রণালয় তথা বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে কার্যকরী সহযোগিতা করা। এ লক্ষ্য অর্জনে পিপিপি অফিসের কিছু সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব রয়েছে। পিপিপি অফিসের দায়িত্বসমূহ সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলোঃ

(ক) পিপিপি পলিসির আলোকে প্রকল্প বাছাই এবং তা মন্ত্রণালয়/সিসিইএ'র অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা
(খ) পিপিপি সংক্রান্ত পলিসি তৈরি ও তার বাস্তবায়ন
(গ) প্রকল্প উন্নয়নের লক্ষ্যে ট্রান্স্যাকশন এ্যাডভাইজার নিয়োগ
(ঘ) প্রকল্প তৈরি/উন্নয়নে বিশেষজ্ঞ সহায়তা প্রদান
(ঙ) পিপিপি প্রকল্প গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসুচী যেমন রোডশো, ওয়ার্কশপ, ইন্টারন্যাশনাল ইনভেস্টর ফোরাম ইত্যাদি আয়োজন
(চ) পিপিপি প্রকল্পে স্বার্থ সংশ্লিষ্টদের অন্তর্ভুক্তকরণ
(ছ) পিপিপি প্রকল্পে দাতা সংস্থার অন্তর্ভুক্তকরণ
(জ) পিপিপি প্রকল্প গ্রহণ, উন্নয়ন ও বাস্তবায়নের দক্ষতা উন্নয়ন
(ঝ) প্রকল্প পর্যবেক্ষণ ও প্রতিবেদন প্রেরণ

২। পিপিপি পলিসি, আইন, ম্যানুয়াল, গাইডলাইন ইত্যাদি প্রণয়ন

সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি) উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য Policy and Strategy for Public-Private Partnership (PPP), ২০১০ এবং এর আওতায় ৩টি গাইডলাইন ০১ আগস্ট, ২০১০ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক প্রজ্ঞাপন আকারে জারী করা হয়। পরবর্তীতে Policy and Strategy for Public-Private Partnership (PPP), ২০১০ এর আওতায় Guideline for Public-Private Partnership Technical Assistance Financing (PPPTAF) 2012 এবং Scheme for Public-Private Partnership Technical Assistance Financing (PPPTAF) ২০১২ এর গেজেট জারী করা হয়। পিপিপি আইন ২০১৩ এর ড্রাফট তৈরি করে আইন মন্ত্রণালয়ের ভেটিং এর জন্য প্রেরণ করা হয়। এডিবি সহায়তাপুষ্ট পিপিপি প্রোগ্রাম অপারেশনালাইজেশন প্রকল্পের আওতায় পিপিপি প্রকল্প গ্রহণ, সম্ভাব্যতা যাচাই, প্রকল্প অনুমোদন ও মনিটরিং সহজতর করার লক্ষ্যে খসড়া প্রজেক্ট ডেভলপমেন্ট ম্যানুয়াল, প্রজেক্ট স্ক্রিনিং ম্যানুয়াল, ভায়াবিলিটি গ্যাপ ফাইন্যান্সিং গাইডলাইনস, পিপিপি টেকনিক্যাল এসিসট্যান্স গাইডলাইনস, বিড প্রসেস ম্যানুয়াল ও মডেল ডকুমেন্টসমূহের খসড়া প্রস্তুত করা হয়।

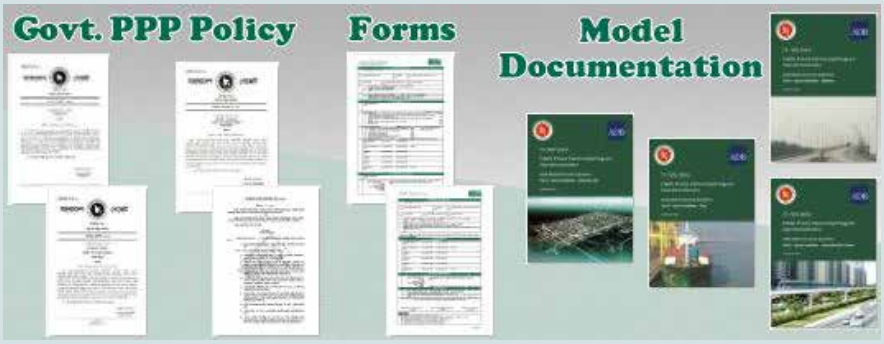

পিপিপি পলিসি এবং অন্যান্য মডেল ডকুমেন্ট

চিত্র ১: পিপিপি অফিসের সাধারণ কার্যাবলী

৩। কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ

সরকার গঠিত সার্চ কমিটির মাধ্যমে পিপিপি অফিসের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। সরকারের উপসচিব পর্যায়ের ৪ জন কর্মকর্তাকে প্রেষণে ডেপুটি ম্যানেজার হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়। পাশাপাশি আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে ১০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীও নিয়োগ প্রদান করা হয়। যুগ্মসচিব পদমর্যাদার ম্যানেজারের ৪টি পদ শূন্য রয়েছে।

৪। কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের দক্ষতা উন্নয়ন

বাংলাদেশে পিপিপি একটি নতুন ধারনা। তাই পিপিপি প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নে কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। গত ৩ বছরে পিপিপি অফিসের ৪৪২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী দেশে-বিদেশে দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের ফলে পিপিপি প্রকল্প যাচাই-বাছাই, প্রকল্প উন্নয়ন এবং বাস্তবায়নে কর্মকর্তা-কর্মচারীর কর্মদক্ষতা অনেক বেড়েছে।

৫। আর্থিক বিষয়াবলী

ক) সাধারণ বরাদ্দ

প্রকৃতপক্ষে ২০১১ সালের জুন মাস হতে পিপিপি অফিস আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম শুরু করে। তাই ২০১১-১২ অর্থবছর হতে পিপিপি অফিসের অনুকূলে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে বাজেট বরাদ্দ শুরু হয়। সে মোতাবেক ২০১১-১২ অর্থবছর হতে ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর পর্যন্ত বিগত তিন বছরে মোট ৩৩,৮০০,০০০ (তিন কোটি আটত্রিশ লক্ষ) টাকা অর্থ বরাদ্দ পাওয়া যায় যার মধ্যে ২৮,৩৫০,৮৯৮/-(দুই কোটি তিরাশি লক্ষ আটশত আটানবক্ষই) টাকা বেতন-ভাতাসহ অন্যান্য খাতে ব্যয় হয়। অবশিষ্ট ৫,৪৪৯,১০২/-টাকা(চুয়ান্ন লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার একশত দুই) টাকা সরকারি কোষাগারে ফেরত প্রদান করা হয়।

খ) টেকনিক্যাল এ্যাসিসট্যান্স ফাইনান্সিং (TAF)

পিপিপি অফিসের অনুকূলে ১০০ কোটি টাকার টেকনিক্যাল এ্যাসিসট্যান্স ফাইনান্সিং (TAF) নামে একটি রিভলভিং তহবিল গঠন করা হয়েছে। গত ২০১৩ সালে দুই কিস্তিতে মোট ৪০ কোটি টাকা ছাড় করা হয়। এই তহবিল পিপিপি প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই, টেন্ডার ডকুমেন্ট তৈরি, কনসেশন কন্ট্রাক্ট তৈরি, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ এবং পিপিপি প্রকল্প গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণের জন্য রোডশো, প্রদর্শনী, ওয়ার্কশপ ইত্যাদি আয়োজনে ব্যবহার হয়ে থাকে। এ তহবিল থেকে ২২টি প্রকল্পের Transaction Advisor নিয়োগের কাজ সম্পন্ন হয়। গত ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত এ খাতে ৭,৪৪২,২৫০/- টাকা ব্যয় হয়েছে।

গ। পিপিপি প্রকল্প সংক্রান্ত কার্যক্রম: পিপিপি প্রকল্প বাছাই, নীতিগত অনুমোদন এবং উন্নয়ন

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে প্রেরিত পিপিপি প্রকল্প প্রস্তাব পিপিপি অফিস নির্ধারিত মানদন্ডের ভিত্তিতে বাছাই করে তার উপর সুপারিশ প্রদান করে থাকে। প্রতিষ্ঠার বছর অর্থাৎ ২০১১ সালে ৩টি পিপিপি প্রকল্প সিসিইএ/লাইন মিনিস্ট্রি কর্তৃক অনুমোদিত হয়। তিনবছর পর ২০১৩ সালে এসে সিসিইএ/লাইন মিনিস্ট্রি কর্তক অনুমোদিত প্রকল্পের সংখ্যা ৩০ এ উন্নীত হয় অর্থাৎ অনুমোদিত প্রকল্পের সংখ্যা ১০গুন বৃদ্ধি পায়। এছাড়া ২০১৩ সালে ১৪টি প্রকল্পের পরামর্শক নিয়োগ দেওয়া হয়। বেসরকারি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে ৬টি প্রকল্প প্রকিউরমেন্টের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। বিগত ২০১১ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত মোট ৫টি খাতের ৩০ টি প্রকল্প ছিল যার সম্ভাব্য ব্যয় প্রায় ১১ বিলিয়ন ইউএস ডলার। Dhaka Elevated Expressway নামক ৮৮০০ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি বৃহৎ প্রকল্পের চুক্তি স্বাক্ষর তথা বিনিয়োগকারী নিয়োগের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

চিত্র: নীতিগত অনুমোদিত প্রকল্প সংখ্যা

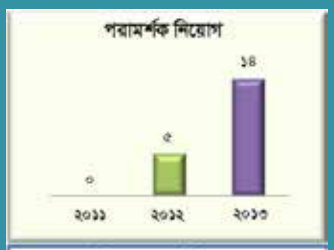

চিত্র: পরামর্শক নিয়োগ

চিত্র: বিনিয়োগকারী নির্বাচন

৭। ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন সংক্রান্ত

পিপিপি'র আওতায় প্রকল্প গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে ১২টি সেমিনার/ওয়ার্কশপ এর আয়োজন করা হয় যেখানে ১০০০ জন দেশী-বিদেশী অংশগ্রহণ করে। পাশাপাশি ১০টি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে যেখানে ৩০০ জন অংশগ্রহণকারী পিপিপি'র উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে পিপিপি বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। পিপিপি প্রোগ্রামকে দেশী-বিদেশী বিনিয়োগকারী, পিপিপি পরামর্শক, জনপ্রশাসনসহ সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট উপস্থাপনের নিমিত্ত ঢাকায় গত ০৮-০৯ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে দিনব্যাপী গ্লোবাল ইনভেস্টর ফোরাম অনুষ্ঠিত হয়।

আন্তর্জাতিক ইনভেস্টর ফোরাম ২০১২

বিগত ২০১১ সালের মাঝামাঝি পিপিপি অফিস আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে। এই তিন বছরে পিপিপি কার্যক্রমের ব্যাপক পরিবৃদ্ধি ঘটেছে। ২০১১ সালে ০৩টি প্রকল্প নিয়ে পিপিপি যাত্রা শুরু করলেও ২০১৩ সালে তা ৩০টিতে উন্নীত হয়। শুধু তাইই নয় পিপিপি বিষয়ে বিনিয়োগকারী তথা সাধারণ মানুষের মধ্যে যথেষ্ট আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। কিছু গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা/সীমাবদ্ধতা দূর করলে পিপিপি অফিস আরও গতিশীলতার সাথে সামনে এগিয়ে যাবে বলে আশা করা যায়।

প্রাইভেটাইজেশন কমিশন

বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশসমূহ অধিকতর অর্থনৈতিক উন্নতিসাধনের জন্য বেসরকারি খাতকে ক্রমেই শক্তিশালী করছে। সে নিরিখে বাংলাদেশও বেসরকারীকরণকে জোরদার করার জন্য সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। জাতীয় অর্থনীতিতে বেসরকারি সেক্টরের ভূমিকা জোরদারকরণ, উন্নয়নের মুখ্য বাহক হিসেবে বেসরকারি সেক্টরকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে এবং রাষ্ট্রীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের রুগ্ন ও ক্রমাবনতিশীল অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি মালিকানাধীন শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানসমূহ দ্রুত বেসরকারীকরণে সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ। বেসরকারীকরণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৯৯৩ সালে প্রাইভেটাইজেশন বোর্ড গঠন করা হয়। এ কার্যক্রমকে অধিকতর গতিশীল ও অর্থবহ করার লক্ষ্যে ২০০০ সালে বেসরকারীকরণ আইন প্রণয়নের মাধ্যমে প্রাইভেটাইজেশন বোর্ড বিলুপ্ত করে একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে প্রাইভেটাইজেশন কমিশন গঠন করা হয়। বেসরকারীকরণ কর্মসূচীকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের লক্ষ্যে প্রাইভেটাইজেশন কমিশন শুরু থেকে কাজ করে আসছে। তাছাড়া বেসরকারীকরণ পরবর্তী মিলসমূহের সুবিধা, অসুবিধাসমূহ পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়নের কাজও কমিশন কর্তৃক গ্রহণ করা হয়েছে।

১৯৯৩ সালে প্রাইভেটাইজেশন বোর্ড গঠনের পর হতে এখন পর্যন্ত কমিশন কর্তৃক মোট ৭৭টি প্রতিষ্ঠান বেসরকারীকরণ করা হয়েছে। তারমধ্যে ৫৭টি প্রতিষ্ঠান সরাসরি বিক্রয়ের মাধ্যমে এবং ২০টি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার অফলোডের মাধ্যমে বেসরকারীকরণ করা হয়েছে।

বেসরকারীকরণকৃত এই ৫টি প্রতিষ্ঠান থেকে মোট
(৩৯০৬.৫১ + ৪২৮.৩৭৫ + ৩৩৪.৫৩৯ + ২০৩.০০) = ৪৮৭২.৪২৪ লক্ষ টাকা
অর্থাৎ আটচলিশ কোটি বাহাত্তর লক্ষ বিয়ালিশ হাজার টাকা বিক্রয় মূল্য হিসেবে পাওয়া যায়।

বিগত ৫ (পাঁচ) বছরে (২০০৯-২০১৩)কমিশন কর্তৃক মোট ৫টি প্রতিষ্ঠান বেসরকারীকরণ করা হয়েছে। তারমধ্যে ২০০৯ সালে ২টি, ২০১০ সালে ১টি, ২০১১ সালে ১টি এবং ২০১৩ সালে ১টি প্রতিষ্ঠান বেসরকারীকরণ করা হয়। ২০১২ সালে কোন প্রতিষ্ঠান বেসরকারীকরণ করা হয়নি।

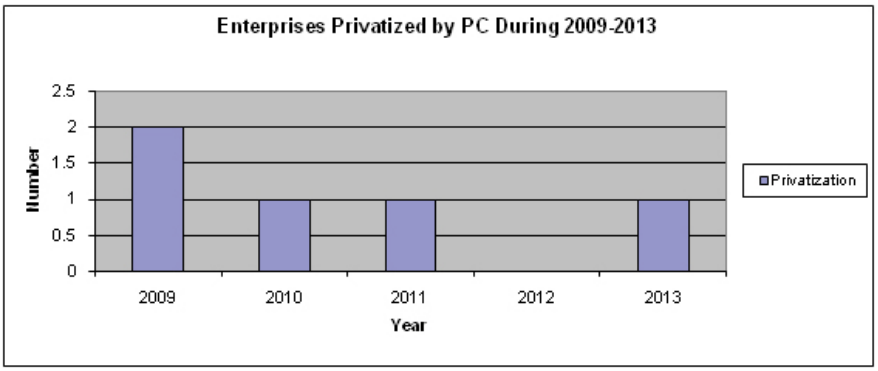

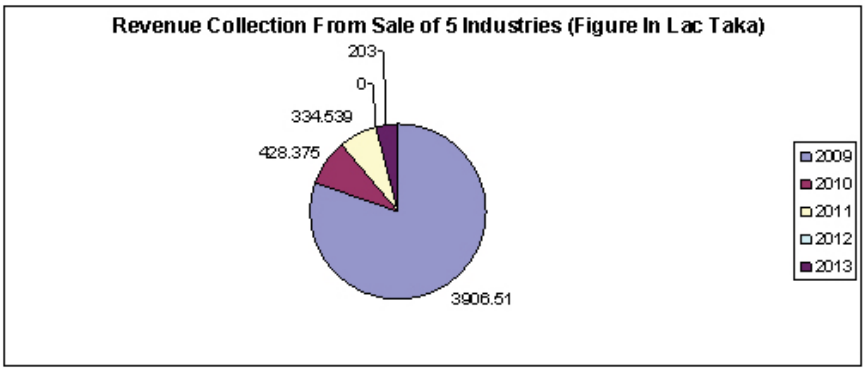

বিগত ৫ (পাঁচ) বছরে বেসরকারীকরণ আইন, ২০০০ এর ধারা ১০ এর উপধারা ১০(ট) অনুযায়ি বেসরকারীকরণকৃত প্রতিষ্ঠানসমূহের বর্তমান অবস্থা, উৎপাদনশীলতা ও কর্মসংস্থান সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য কমিশন কর্তৃক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে নিম্নোক্ত সমীক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে :

বেসরকারীকরণকৃত টেক্সটাইল মিল । বেসরকারীকরণকৃত সিমেন্ট ফ্যাক্টরী

ক. বিদ্যমান রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ :

রাষ্ট্রায়ত্ত ৩৯টি প্রতিষ্ঠানের সমীক্ষা সম্পাদনপূর্বক এতদবিষয়ে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী ৪টি প্রতিষ্ঠান লাভজনকভাবে চলছে, ৩৪টি প্রতিষ্ঠান লোকসানী এবং ১টি প্রতিষ্ঠান না লাভ-না ক্ষতির ভিত্তিতে সার্ভিস চার্জে চলছে।

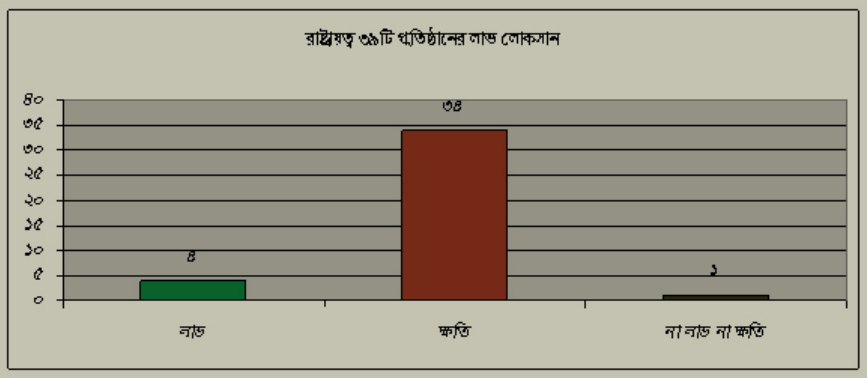

রাষ্ট্রায়ত্ত এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অনেক প্রতিষ্ঠানের উদ্বৃত্ত জমি রয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত এসব প্রতিষ্ঠানসমূহের উদ্বৃত্ত জমি চিহ্নিতকরণসহ সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যেও কমিশন কর্তৃক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ৩৮টি রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করা হয় এবং নিম্নবর্ণিত সমস্যাদি পর্যালোচনা করা হয় :

১. প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট জমি : রাষ্ট্রায়ত্ত ৩৯টি প্রতিষ্ঠানের মোট জমির পরিমাণ ১৪৮৯৯৯.৮৪ একর। তন্মধ্যে পরিদর্শিত ৩৮টি প্রতিষ্ঠানের শিল্পায়নে ব্যবহারযোগ্য উদ্বৃত্ত/অব্যবহৃত জমি ১৫১৬.৭৪ একর।

২. রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের দায়-দেনা : ৩৯টি রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের পুঞ্জিভুত দায়-দেনা বিপুল পরিমাণ এবং প্রতিনিয়ত তার বৃদ্ধি ঘটছে। ৩৯ প্রতিষ্ঠানের ১০০% এর দায়-দেনা রয়েছে। মোট দায়-দেনার পরিমাণ ২০১২ সালের হিসেবে ৫১৯০.৩৮ কোটি টাকা। ২০১০ সালে এর পরিমাণ ছিল ৩৭৩৯.৯৪ কোটি টাকা।

৩. প্রতিষ্ঠানসমূহের পুঞ্জীভুত লোকসান : ২০১০ সালে ৩৯টি প্রতিষ্ঠানের পুঞ্জীভুত লোকসানের পরিমাণ ছিল ৩০০৯.৭৪ কোটি টাকা। ২০১২ সালে তা বেড়ে ৩৪৮৭.১৫ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে।

৪. প্রতিষ্ঠানসমূহের চলমান থাকার বর্তমান অবস্থা : ৩৯টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পূর্ণভাবে চালু রয়েছে ১৮টি প্রতিষ্ঠান (৪৬%) ও আংশিক চালু রয়েছে ৩টি প্রতিষ্ঠান (৭.৬%)। অবশিষ্ট ১৮টি প্রতিষ্ঠান (৪৬%) সম্পূর্ণরূপে বন্ধ রয়েছে।

৫. কর্মসংস্থান : ৩৯টি শিল্প প্রতিষ্ঠানে ২০১২ সালে কর্মসংস্থানের পরিমাণ ছিল ১৯৬৩৪ জন। বিগত ২০১০ সালে ছিল ১৬৬৩৭ জন।

খ. বর্তমানে তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ :

বর্তমানে কমিশনের কাছে বেসরকারীকরণের জন্য ১৭টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। উল্লেখিত প্রতিষ্ঠানসমূহ বেসরকারীকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ

স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় হতে বাংলাদেশ সরকারের সদয় পৃষ্ঠপোষকতায় বর্তমানে সশস্ত্র বাহিনী একটি সুসংগঠিত ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন সশস্ত্র বাহিনীতে পরিণত হয়েছে। বিশেষ করে ২০০৯ সালের পর সরকারের সদিচ্ছা ও ঐকান্তিক সহযোগিতায় সশস্ত্র বাহিনীতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে যুদ্ধাস্ত্র, বিভিন্ন ধরণের ইউনিট, জাহাজ, সেনানিবাস ঘাঁটি ও স্থাপনা সংযোজিত হয়েছে। বর্তমানে রূপকল্প-২০৩০ (ভিশন ২০৩০) অনুযায়ী আধুনিক সশস্ত্র বাহিনী প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে সশস্ত্র বাহিনীর সামগ্রিক উন্নয়ন বিশেষ ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়েছে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সশস্ত্র বাহিনী সুনাম অর্জন ও বিশেষ অবস্থান আদায় করেছে।

সাফল্য - সেনাবাহিনীঃ

মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জন্ম । স্বাধীনতার পর পরই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশগঠনের পাশাপাশি একটি আধুনিক সেনাবাহিনী গড়ে তোলার উপর জোর দেন। তারই ধারাবাহিকতায় সেনাবাহিনী একটি দক্ষ, সুশৃঙ্খল ও পেশাদারী বাহিনী হিসেবে গড়ে উঠেছে। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা, আঞ্চলিক অখন্ডতা নিশ্চিতকরণ এবং যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় সেনাবাহিনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

বর্তমান সরকারের সময়ে সেনাবাহিনীর সাফল্য নিম্নরূপঃ

ক। গত ২০০১ সাল হতে দেশের ১০টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নিরাপত্তা প্রদান করা হচ্ছে।
খ। মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট ও মেশিন রিডেবল ভিসা প্রদানের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে।
গ। গত ১৯৯৯ সাল হতে চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরের নিরাপত্তার জন্য সেনাবাহিনী মোতায়েন রয়েছে।
ঘ। কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতে জেগে উঠা প্রাচীন নৌকা উদ্ধারে সেনা সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
ঙ। দেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলীয় সীমান্তবর্তী এলাকায় নিবিড় নিরাপত্তা রক্ষাকল্পে একটি ব্রিগেড সেনাদল গত এপ্রিল ২০০৯ তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম, রামু ও তদসংলগ্ন এলাকায় 'অপারেশন পূর্ব প্রাচীর' এর আওতায় মোতায়েন করা হয়েছে।
চ। একাদশ সাউথ এশিয়ান (এসএ) গেমস উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে গত ২৯ জানুয়ারি ২০১০ হতে ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০১০ তারিখ পর্যন্ত 'ইন এইড টু সিভিল পাওয়ার' এর আওতায় সেনা সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

অগ্রগতি-সেনাবাহিনীঃ

সেনাবাহিনীর অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

ক। হেলিকপ্টার (ইউরোকপ্টার-ফ্রান্স) ও DAUPHIN হেলিকপ্টার ক্রয়ের ফলে আর্মি এভিয়েশনের অপারেশনাল এবং বিবিধ মিশন সম্পাদনের কার্যক্রম বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে;
খ। অত্যাধুনিক মেইন ব্যাটেল ট্যাংক-২০০০ ক্রয় এবং ট্যাংক টি-৫৯ আপগ্রেডেশন করার পরিকল্পনা করা হয়েছে যার ফলে সাঁজোয়া কোরের অপারেশনাল কর্মকাণ্ড বহুগুনে বৃদ্ধি পেয়েছে;
গ। চীন হতে উইপন লোকেটিং রাডার এবং সাউন্ড রেঞ্জিং ইকুইপমেন্ট ক্রয়ের ফলে সেনাবাহিনীর সার্ভে ক্ষমতা বহুগুনে বৃদ্ধি পাচ্ছে;
ঘ। পুরাতন ট্যাংক বিধ্বংসী অস্ত্র Recoilless Rifle এর পরিবর্তে সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় ATGW-SR (METIS M1, Russia) ক্রয়ের ফলে পদাতিক বাহিনীর সক্ষমতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে;

ঙ। আরমার্ড পার্সোনাল ক্যারিয়ার (এপিসি), আরমার্ড রিকভারি ভেহিকেল, এপিসি (এ্যাম্বুলেন্স) ও ১৫৫ মিঃমিঃ এসপি গান ক্রয়ের ফলে সেনাবাহিনীর Mobility ও Fire support ক্ষমতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে;

চ। বিভিন্ন ধরনের অত্যাধুনিক রেডিও সেট ক্রয়ের ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে;

ছ। ইঞ্জিনিয়ার্সের জন্য ট্রাক ডোজার, হুইল লোডার, মটর গ্রেডার ইত্যাদি ক্রয়ের ফলে সেনাবাহিনী জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন প্রকল্প সম্পাদনে গুরুত্বপুর্ন ভুমিকা পালন করতে পারছে।

সাফল্যঃ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণ

- জাতিসংঘে বাংলাদেশ বর্তমানে সর্বাধিক শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশ হিসেবে প্রথম স্থানে রয়েছে।
- বর্তমানে ০৯ টি দেশে পরিচালিত ০৯ টি মিশনে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর ৭০৮৩ জন শান্তিরক্ষী নিয়োজিত রয়েছেন।
- সম্প্রতি ১৪২০ জন শান্তিরক্ষীকে নতুন মিশন মালিতে মোতায়েন করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর ১,১৩,২৫৮ জন শান্তিরক্ষী জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণ করেছেন।

ইউএন মিশনে বাংলাদেশ ওসমানের সদস্যগণকে মেডেল প্রদান অনুষ্ঠান

ইউএন মিশনে নৌবাহিনীর পেট্রল পরিচালনা

ইউএন মিশনে বিমান বাহিনীর সদস্যগণ

ইউএন মিশনে সেনা ও বিমান বাহিনীর যৌথ

ইউএন মিশনে সেনাসদস্যগণ ব্রিজ মেরামত করছেন

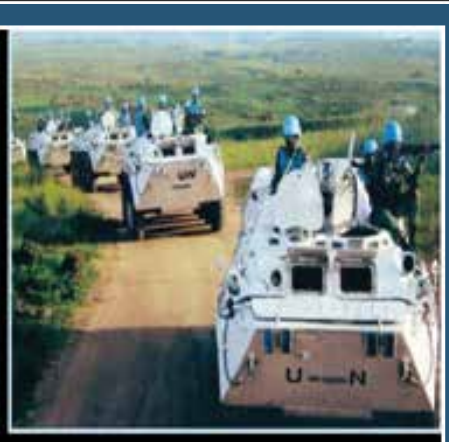

সেনাবাহিনীর এপিসি ইউএন মিশনে টহলরত

চলমান প্রকল্পসমূহ নিম্নরূপ ঃ

ক। ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের ইউটিলিটি স্থানান্তর (পর্ব-১)।
খ। ডিসিসি এর জোন-৯ (নিকুঞ্জ) এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত রোড, ড্রেন এবং ফুটপাত উন্নয়ন।
গ। জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ চার লেনের সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ ।
ঘ। মানিকদী বাজার-সিগন্যাল গেইট-আইএসএসবি সংযোগ সড়ক।
ঙ। কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়ক (২য় পর্ব)।
চ। পার্বত্য চট্টগ্রামে ০৫টি সড়ক ও ব্রীজ প্রকল্প।
ছ। হযরত শাহজালাল (রাঃ) আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর রানওয়ের দুই পার্শ্বে ভূমি উন্নয়ন প্রকল্প।

জ। বেড়ীবাঁধ-মোহাম্মদপুর বাস স্ট্যান্ড সংযোগ সড়ক প্রকল্প;
ঝ। রায়েরবাজার কবরস্থান উন্নয়ন প্রকল্প;
ঞ। মাওয়া-যশোলদিয়া ১৩০০ মিঃ নদীর ভাঙ্গন প্রতিরক্ষা প্রকল্প;
ট। Improvement of Digital Mapping System.
ঠ। রংপুর সেনানিবাস ও সংলগ্ন এলাকায় ঘাঘট নদীর ভাঙ্গন রোধ প্রকল্প;
ড। পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের জাজিরা এ্যাপ্রোচ সড়ক, মাওয়া এ্যাপ্রোচ সড়ক, সার্ভিস এরিয়া-২ প্যাকেজ ও কনস্ট্রাকশন সুপারভিশন কনসাল্টেশন।

বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহ নিম্নরূপ ঃ

ক। এয়ারপোর্ট রোড-মিরপুর সেনানিবাস সংযোগ সড়ক;
খ। মোঃ জিল্লুর রহমান ফ্লাইওভার এবং বনানী রেল ক্রসিং এ ওভারপাস নির্মাণ প্রকল্প;
গ। ক্ষতিগ্রস্থ স্থাপনাসহ ধানমন্ডি লেকের উন্নয়ন;
ঘ। ডিসিসি এর জোন-৯ (নিকুঞ্জ) এলাকার ক্ষতিগ্রস্থ রোড, ড্রেন এবং ফুটপাত উন্নয়ন (১ম পর্ব);
ঙ। মেঘনা এবং মেঘনা-গোমতী ব্রীজ এর পুনর্বাসন প্রকল্প;
চ। পার্বত্য চট্টগ্রামে ০৫টি সড়ক ও ব্রীজ প্রকল্প;
ছ। রামু এবং উখিয়ায় ক্ষতিগ্রস্থ বৌদ্ধ বিহার/মন্দির পুনঃনির্মাণ প্রকল্প;
জ। বহদ্দারহাট ফ্লাইওভার প্রকল্পের Supervision;
ঝ। চট্টগ্রাম-হাটহাজারী-রাংগামাটি সড়ক;
ঞ। হযরত শাহজালাল (রাঃ) আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প;
ট। ঢাকা শহরের চার পার্শ্বে নদী খনন প্রকল্প (ত্রিমুখ-উজানপুর)।

বর্তমান সরকারের সময়োচিত পদক্ষেপের ফলশ্রুতিতে গত ১৪ মার্চ ২০১২ তারিখে International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) জার্মানির হামবুর্গের ঐতিহাসিক রায়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ ও মায়ানমারের সমুদ্রসীমা এবং গত ০৯ জুলাই ২০১৪ তারিখে দ্বিতীয় রায়ের মাধ্যমে ভারত ও বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা নির্ধারিত হয়েছে। এই প্রক্রিয়াটিতে নৌবাহিনী শুরু হতে শেষ পর্যন্ত সার্বিক সহায়তা প্রদান করেছে।

সাফল্য-নৌবাহিনীঃ

মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জন্ম । স্বাধীনতার পর পরই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশগঠনের পাশাপাশি একটি আধুনিক নৌবাহিনী গড়ে তোলার উপর জোর দেন। বর্তমানে দেশগঠন ও দেশের অখন্ডতা রক্ষায় বিশেষ করে সমুদ্র জলসীমানায় দেশের সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করার পাশাপাশি প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা ও অন্যান্য দেশ গঠনমূলক কাজে নৌবাহিনীর ভূমিকা প্রশংসনীয়। আন্তর্জাতিক জলসীমায় বাংলাদেশের অধিকার সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে নৌবাহিনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এই বাহিনীর কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সরকার বিবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

ক। হাইতিতে সংঘটিত ভুমিকম্পে চিকিৎসা সহায়তা প্রদানের নিমিত্ত গত ১২ জানূয়ারি ২০১০ তারিখে সামরিক বেসামরিক সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত চিকিৎসা দল প্রেরণ করা হয়;

খ। ফিলিপাইনে ভয়াবহ টাইফুন 'হাইয়ান' এর আঘাতে ব্যাপক জনমালের ক্ষয়ক্ষতির পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৯ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ নৌবাহিনী জাহাজ বানৌজা সমুদ্রজয় এর মাধ্যমে ত্রাণ সামগ্রী সহায়তা প্রদান করে;

গ। নৌবাহিনীর Counter Terrorism সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে Special Warfare Diving & Salvage কমান্ড গঠন করা হয়েছে;

ঘ। বাংলাদেশ নৌবাহিনী গত ০৫ বছরে চোরাচালান বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে ৫৭টি ট্রলার/বোট, ১১৭ জন চোরাকারবারী, ৫৬ জন জলদস্যু আটক করে;

ঙ। যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, অস্ট্রেলিয়া এবং জাপানসহ বিভিন্ন দেশের যুদ্ধ জাহাজের সাথে নৌবাহিনী বাংলাদেশের জলসীমায় বিভিন্ন আন্তর্জাতিক নৌমহড়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করে;

চ। বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তার অংশ হিসেবে পটুয়াখালী বিমান বন্দর ও মংলা বন্দরের নিরাপত্তা রক্ষার কাজে নৌবাহিনী অংশগ্রহণ করে;

ছ। বাংলাদেশের জলসীমায় ৩২টি সার্চ এন্ড রেসকিউ অপারেশন নৌবাহিনী পরিচালনা করেছে;

জ। গত ১৬ মে ২০১৩ তারিখে ঘূর্ণিঝড় মহাসেন এ ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ত্রাণ বিতরণ কার্যে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ০৫টি জাহাজ ও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নাবিক অংশগ্রহণ করে;

ঝ। বাংলাদেশে মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণে বাংলাদেশ নৌবাহিনী গত ০৫ বছরে জাটকা সংরক্ষণ অভিযান পরিচালনা করে ৪৭টি বোট, ১১৫ জন অবৈধ জেলে, একুশ কোটি চৌদ্দ লাখ মিটার কারেন্ট জাল এবং বিপুল পরিমানে জাটকা আটক করে;

ট। চট্টগ্রাম ও খুলনা নৌ-অঞ্চলের নৌসদস্যসহ আশেপাশে এলাকায় বসবাসরত সাধারণ জনগণের সন্তানদের মানসম্মত শিক্ষা প্রদানে চট্টগ্রাম ও খুলনায় অবস্থিত বিএন স্কুল ও কলেজের একাডেমিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

নৌবাহিনীর অগ্রগতি নিম্নরূপ ঃ

ক। প্রতিবন্ধী শিশুদের মেধা বিকাশ, শিক্ষার মান, চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে আশার আলো নামক পুনর্বাসন কেন্দ্রের আধুনিকায়নের পদক্ষেপ হিসেবে চট্টগ্রাম নাবিক কলোনীতে ভবন নির্মাণ করা হয়েছে;

খ। নৌবাহিনীর জন্য স্বতন্ত্র বিমান ঘাঁটি স্থাপনের লক্ষ্যে কক্সবাজার চিরিঙ্গা বিমানবন্দর পুনরুদ্ধারের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া পটুয়াখালী বিমানবন্দর নৌবাহিনীকে হস্তান্তরের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে;

গ। গত ১৯ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক দেশের দক্ষিণ অঞ্চলে বানৌজা শের-ই-বাংলা ঘাঁটির উদ্বোধন করা হয়;

ঘ। নৌবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত ০২টি শিপইয়ার্ডের জনবল অনুমোদিত হয়েছে;

ঙ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক নেভাল এভিয়েশন এবং নেভাল একাডেমিতে বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স উদ্বোধন করা হয়েছে;

চ। দেশের দক্ষিণ মধ্যাঞ্চলে একটি নৌঘাঁটি স্থাপনের নীতিগত অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে;

ছ। যুক্তরাজ্যের রাজকীয় নৌবাহিনী থেকে সংগৃহীত একটি Purpose Built হাইড্রোগ্রাফিক জাহাজ ২৯ ডিসেম্বর ২০১০ তারিখে বানৌজা অনুসন্ধান নামে বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে কমিশনিং লাভ করে;

জ। চীনে আধুনিক মিসাইল সম্বলিত দুটি লার্জ প্যাট্রোল ক্রাফট নির্মাণ করা হয়। গত ২৯ আগস্ট ২০১৩ তারিখে 'বানৌজা নির্মূল' ও 'বানৌজা দুর্জয়' নামে জাহাজ দুটি বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে কমিশনিং লাভ করে;

ঝ। যুক্তরাজ্যের রাজকীয় নৌবাহিনী থেকে দুটি জাহাজ (Off the Shelf) ক্রয় করে বাংলাদেশে আনা হয়;

ঞ। খুলনা শিপইয়ার্ডে পাঁচটি প্যাট্রোল ক্রাফট নির্মাণ করা হয় যা ২০১৩ সালের বিভিন্ন সময়ে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শুভ উদ্বোধন করেন;

ট। ইতালি হতে দুটি শিপবর্ন মেরিটাইম হেলিকপ্টার ও জার্মানী হতে দুটি মেরিটাইম প্যাট্রোল এয়ারক্রাফট নৌবাহিনীতে সংযোজিত হয়েছে;

ঠ। বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে ত্রিমাত্রিক নৌবাহিনীতে রূপান্তর করার লক্ষ্যে সাবমেরিন সংগ্রহের কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে সশস্ত্র বাহিনীর অংশগ্রহণ

সশস্ত্র বাহিনীর অন্যান সাফল্য

- ঘূর্ণিঝড় (আইলা) ক্ষতিগ্রস্ত বেড়ী বাঁধ মেরামতের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে সেনা ও নৌবাহিনী মোতায়েন
- সাভার রানা প্লাজা ধ্বংসে উদ্ধার কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন

- বেসামরিক প্রশাসনের সহায়তায় অপারেশন রেবেল হান্ট পরিচালনা
- ২০১২ সালের বন্যা ও ভূমি/পাহাড় ধ্বংস এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া টর্নেডোতে ক্ষতিগ্রস্ত ও দুর্গত মানুষের সাহায্যার্থে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ
- বাংলাদেশের প্রথম স্যাটেলাইট "বঙ্গবন্ধু-১' উৎক্ষেপন প্রকল্পে সশস্ত্র বাহিনীর প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান
- ১৬ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখ সশস্ত্র বাহিনীর উদ্যোগে বিশ্বের বৃহত্তম মানব পতাকা তৈরির মাধ্যমে "GUINNESS WORLD RECORDS" এ বাংলাদেশের নাম সংযোজন।

এনজিও বিষয়ক ব্যুরো

রূপকল্প ২০২১ এর সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে একটি ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে বর্তমান সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ। সরকারের এ লক্ষ্যকে বাস্তবায়নকল্পে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রা (MDGs) এবং NSPR (জাতীয় দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র) এর আলোকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, কৃষি, খাদ্য ও পুষ্টি, নারীর ক্ষমতায়ন ও সমধিকার নিশ্চিতকরণসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে এনজিওদের কার্যক্রম গতিশীল করার জন্য এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক সকল এনজিওকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচনসহ সকল ক্ষেত্রে এনজিওসমূহ যাতে করে অধিকতর দৃশ্যমান প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে তার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। নির্দেশনা অনুসারে এনজিওসমূহ সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনার সঙ্গে সংগতি রেখে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ফলশ্রুতিতে বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিশেষ করে পশ্চাদপদ দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় নিয়ে আসতে সরকারের পাশাপাশি বলিষ্ট ভূমিকা রেখে চলেছে।

২০০৯-২০১৩ বছরে অনুমোদিত প্রকল্প সংখ্যা এবং ছাড়কৃত বৈদেশিক অনুদানের পরিমাণ নিম্নরূপঃ

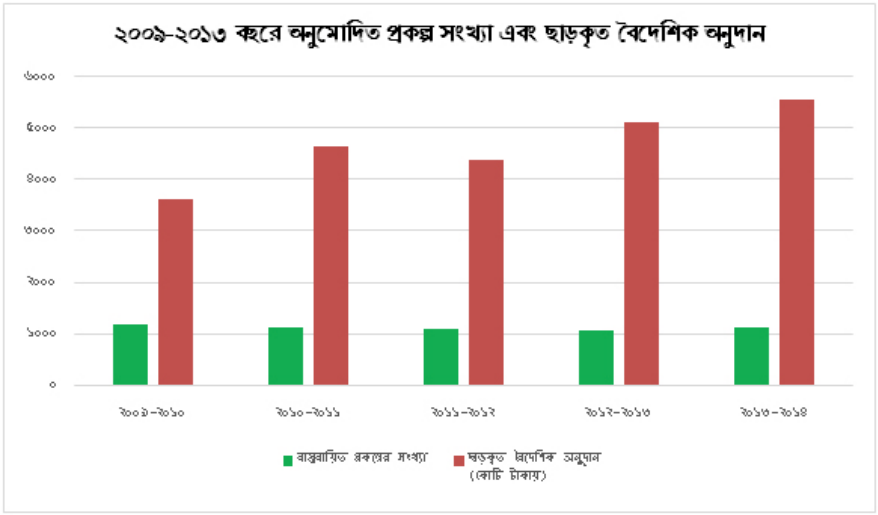

বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহ ২০০৯-১০ অর্থ বছর থেকে ২০১৩-১৪ অর্থ বছর ২৩১৮৯.৮৭ কোটি টাকা বৈদেশিক অনুদানে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক ও সেবাখাতে ৫,৫৩৩ টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। বৈদেশিক অনুদান প্রায় প্রতি বছরই বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০৯-১০ অর্থ বছর বৈদেশিক অনুদান ছিল ৩৬১২ কোটি টাকা যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে দাঁড়িয়েছে ৫৫৩৬ কোটি টাকায়। প্রকল্প সুষ্ঠু বাস্তবায়নের ফলে দাতা সংস্থাসমূহ অনুদান বৃদ্ধি করেছে। এটি এনজিও খাতের একটি বড় সাফল্য।

বিগত পাঁচ বছরে (২০০৯-২০১০ থেকে ২০১৩-২০১৪) শিক্ষা খাতে গৃহীত কার্যক্রমের বিবরণীঃ

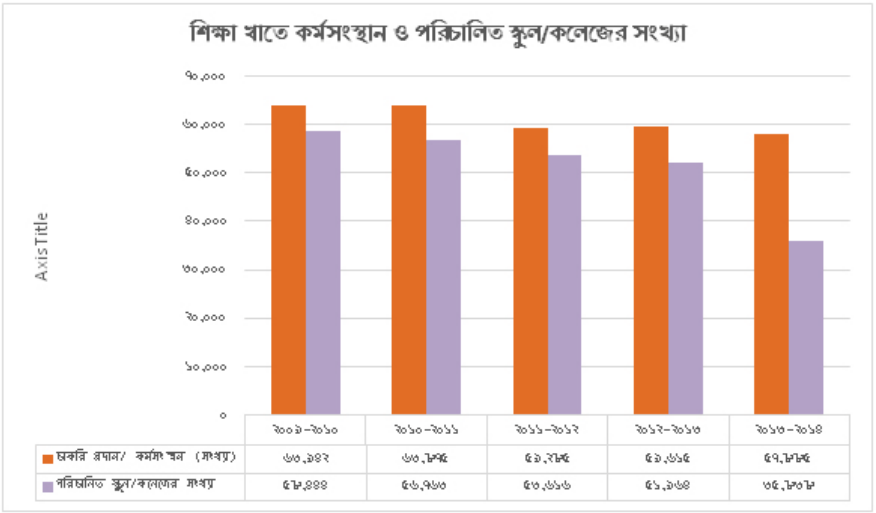

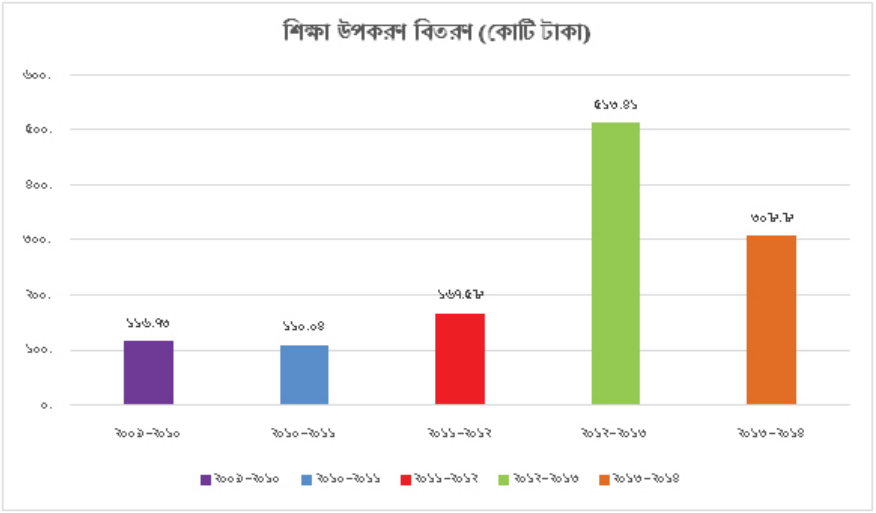

বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহ কর্তৃক বিপুল সংখ্যক প্রাথমিক ও প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা করা হয় এবং উপকারভোগী শিশুদের জন্য শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করা হয়। ফলে শিশুরা বিদ্যালয়ে আসতে আগ্রহী হয়ে উঠে এবং শিক্ষা গ্রহণে মনোনিবেশ করে। বর্তমান সরকারের সময়ে শিক্ষা খাতে এনজিও কার্যক্রম ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছে। তথ্যে দেখা যায় প্রতি বছর ড্রপ-আউট শিশুর সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে বিধায় এনজিও পরিচালিত বিদ্যালয়ের সংখ্যাও হ্রাস পাচ্ছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে এনজিওদের এই অবদান প্রশংসার দাবী রাখে। এনজিওরা বিগত পাঁচ অর্থ বছরে ১২১৬ কোটি টাকার উপকরণ বিতরণ করেছে এবং ১ কোটি ৮১ লক্ষ শিক্ষার্থী উপকৃত হয়েছে।

বিগত পাঁচ বছরে (২০০৯-২০১০ থেকে ২০১৩-২০১৪) স্বাস্থ্য খাতে গৃহীত কার্যক্রমের তথ্যঃ

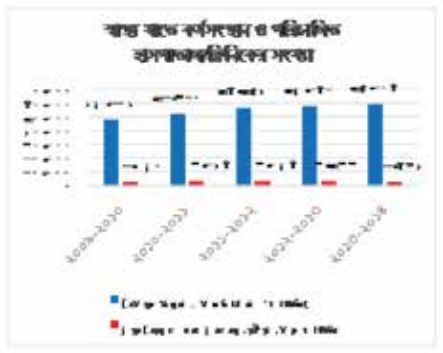

অর্থ বৎসর	চিকিৎসা সহায়তা বিতরণ (টাকা)
২০০৯-২০১০	৬৩,৭২,৯২,১৮৫
২০১০-২০১১	৭৩,৫২,৭৮,০৯২
২০১১-২০১২	১১৭,৫৮,৯৫,১৫১
২০১২-২০১৩	৭০৮,৮০,২৯,০৩৫
২০১৩-২০১৪	৮৪০,৩৮,৯১,৬৪৫
মোটঃ	১৮০৪,০৩,৮৬,১০৮

হাসপাতাল ও ক্লিনিক নির্মাণ, চিকিৎসা সহায়তা ও উপকরণ বিতরণের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে এনজিওদের ভূমিকা অনন্য। বিগত পাঁচ বছরে এ খাতে সহায়তা প্রদানে টাকার পরিমাণ এবং উপকারভোগীর সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া স্বাস্থ্য খাতে এনজিওসমূহ শিশু ও মাতৃ মৃত্যু হ্রাসকল্পে এবং মায়েদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণে তাদের সচেতন করে তোলে এবং প্রয়োজনীয় পুষ্টি ও ঔষধ সরবরাহের মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করে থাকে। বিগত পাঁচ অর্থ বছরে এনজিওসমূহ ১৮০৪ কোটি টাকা চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করেছে।

বিগত পাঁচ বছরে (২০০৯-২০১০ থেকে ২০১৩-২০১৪) কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বেকারত্ব হ্রাসকল্পে কার্যক্রমঃ

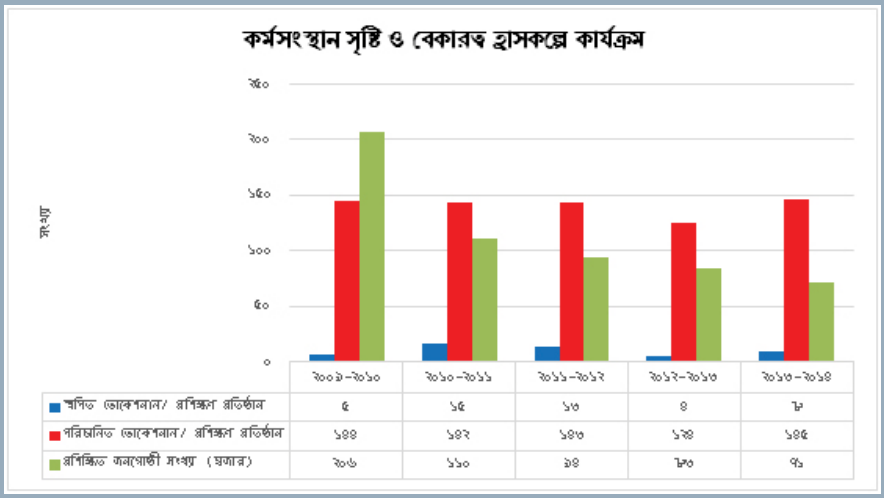

দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার অনুপাতে বেকারত্বের হার হ্রাসকল্পে এনজিওসমূহ কর্তৃক উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে। তাছাড়া এনজিও কর্তৃক ভোকেশনাল প্রতিষ্ঠানও পরিচালিত হয়ে থাকে। গত ৫ বছরের চিত্র হতে দেখা যায়, এ খাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, ভোকেশনাল প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন হয়েছে। যোগ্য ও দক্ষ কর্মী তৈরির মানসে গত পাঁচ অর্থ বছরে ৫৬৩,১৬৮জন ব্যক্তিকে প্রশিক্ষিত করে তোলা হয়েছে।

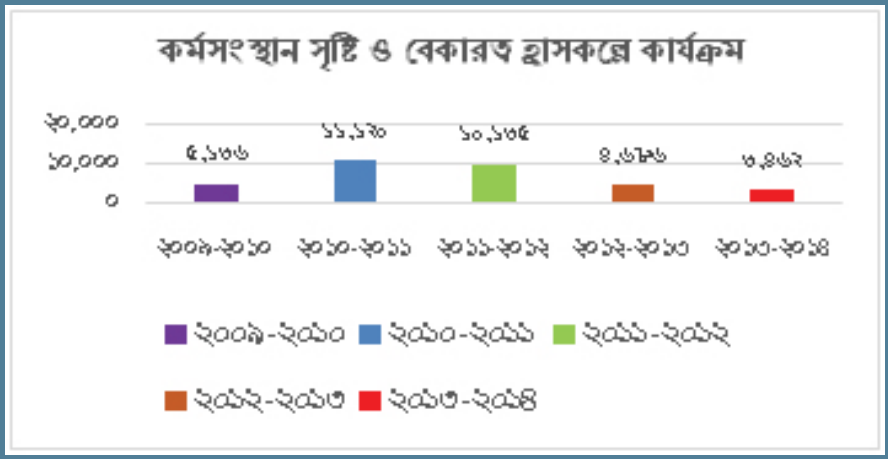

বিগত পাঁচ বছরে (২০০৯-২০১০ থেকে ২০১৩-২০১৪) কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে কার্যক্রমঃ

কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ	অর্থ বৎসর	চাকরি প্রদান/কর্মসংস্থান (সংখ্যা)	প্রশিক্ষিত সংখ্যা	বিতরনকৃত উপকরণের মূল্য (টাকায়)
	২০০৯-২০১০	৬,৬৩৭	২৬,৪৭,৪১২	১৩,০১,৫২,৭৮৫
	২০১০-২০১১	২১,৪৭৩	২৭,১৪,৩৭২	৩৮,৯২,৩৭,৩১০
	২০১১-২০১২	৪,৮১১	৯০,৫৫৮	১২৮,৫৭,৮১,৬১৫
	২০১২-২০১৩	২,৭৯০	৯৫,১২৪	২৬১,৬২,১০,৩৭১
	২০১৩-২০১৪	২,৬২৩	৭৯,৫৫৩	১৫০,৭৩,৮০,৭৪৫
মোটঃ		**৩৮,৩৩৪**	**৫৬,২৭,০১৯**	**৫৯২,৮৭,৬২,৮২৬**

কৃষি খাতে প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থের প্রয়োজনীয় উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর কৃষি উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে যা কৃষি খাতে সাফল্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দরিদ্র কৃষকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যথাযথ প্রযুক্তি ব্যবহারে উৎসাহিত করেছে। মৎস্য চাষের ক্ষেত্রেও উপকরণের পরিমাণ এবং উপকারভোগীর সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিগত পাঁচ অর্থ বছরে এখাতে এনজিওসমূহ ৫৬ লক্ষ কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে এবং ৫৯২.৮৭ কোটি টাকার কৃষি উপকরণ বিতরণ করেছে।

বিগত পাঁচ অর্থ বছরে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো উলিখিত প্রকল্পসমূহের যথাযথ বাস্তবায়নের সমন্বয় বিধান ও তদারকী ছাড়াও নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাদি সম্পন্ন করেছেঃ

উত্তম চর্চাসমূহ (Best practice)

ক) কেপিআই (Key Performance Indicator): পাবলিক সেক্টরে প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের একটি মডেল হিসেবে Performance Agreement/ Performance Contracting ব্যবস্থা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে চালু রয়েছে। এতে সরকারি প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি ও কর্মমান (Performance) অর্জনের জন্য এক ধরনের নবতর সম্পর্ক স্থাপনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

কেপিআই নির্ধারণের মাধ্যমে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর দায়িত্ব এবং কর্মসম্পাদনে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কাজ সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। কেপিআই বাস্তবায়নের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নিম্নরূপ ইতিবাচক ফল লাভ করা যাবে ।

>> বৈদেশিক অনুদানের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত হবে;
>> এনজিও খাতে বৈদেশিক অনুদান প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে;
>> কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি হবে;
>> এনজিওদের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এর ফলে আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে;

এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক কেপিআই বাস্তবায়ন সংক্রান্ত গৃহীত পদক্ষেপঃ
গত ৩০/০৬/১৪ তারিখে কেপিআই বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সাথে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর গঙট স্বাক্ষরিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পক্ষে সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ এবং এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর পক্ষে মহাপরিচালক জনাব মোঃ নূরুন নবী তালুকদার গঙট স্বাক্ষর করেছেন। এ প্রেক্ষিতে কেপিআই অগ্রগতি বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এতদপ্রেক্ষিতে কর্মচারীদের মতামতের ভিত্তিতে ৩০ ঘন্টা এবং ব্যুরো কর্তৃক নির্ধারিত ৩০ ঘন্টা মোট ৬০ ঘন্টা প্রশিক্ষণের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। একই সঙ্গে কেপিআই-এর লক্ষ্যমাত্রাগুলো অর্জনের জন্য মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন এনজিও'র কার্যক্রম পরিদর্শন, উদ্বুদ্ধকরণের জন্য মতবিনিময় সভা, উঠান বৈঠক এবং জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে সমন্বয় সভায় ব্যুরোর কর্মকর্তাদের উপস্থিতির বিষয়ে কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে।

খ) সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন এবং অনুসরণঃ এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন করা হয়েছে । ব্যুরোর সিটিজেন চার্টারে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর দায়িত্বসমূহ সংক্ষেপে বর্ণনা করা আছে। এ ছাড়া ব্যুরো কর্তৃক এনজিওদের যে ১৩টি সেবা প্রদান করা হয় তার জন্য সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। ব্যুরো কর্তৃক গৃহীত এই সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী বর্তমানে ব্যুরোর সকল সেবা প্রদান করা হচ্ছে। বিভিন্ন সংস্থা এবং ব্যক্তির অভিযোগ গ্রহণ ও শুনানির সমাধান করার লক্ষ্যে উপ-পরিচালক কে ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণ করা হয়েছে।

গ) অভিযোগ বক্স স্থাপনঃ এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে ২ বছর আগে একটি অভিযোগ বক্স স্থাপন করা হয়েছে। অভিযোগ বক্সে প্রাপ্ত অভিযোগ আইনানুগভাবে নিষ্পত্তি করা হয়। এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর উপ-পরিচালক কে এ বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণের জন্য দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৪৬টি অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। তন্মধ্যে ৩৪টি অভিযোগ যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক নিষ্পত্তি করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১২টি অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে।

ঘ) ইংরেজী ভাষার দক্ষতা অর্জনঃ এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর কর্মচারীদের ইংরেজীতে দক্ষ করার জন্য ৪০দিন ব্যাপী English Language Efficiency Course সফলভাবে সমাপ্ত করা হয়েছে। উক্ত কোর্সে সহায়তা করেছে Saifurs নামক প্রশিক্ষণ সংস্থা। পরবর্তীতে মাসিক স্টাফ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতি সোমবার রিফ্রেসার্স কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। পরিচালকগণ পর্যায়ক্রমে উক্ত কোর্স পরিচালনা করেন।

ঙ) শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নঃ সততা ও নিষ্ঠার সাথে জনগণের কাছে সেবা প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুসারে শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে । বিভাগীয় পর্যায়ে সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থার সমন্বয়ে শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে । দেশের ৭টি বিভাগে অনুষ্ঠিত সভায় একটি ন্যায় ভিত্তিক সমাজ গড়ার উপর আলোচক ও অংশগ্রহণকারীগণ জোর দিয়েছেন।

রাজশাহী বিভাগে অনুষ্ঠিত শুদ্ধাচার বিষয়ক সভা

সিলেট বিভাগে অনুষ্ঠিত শুদ্ধাচার বিষয়ক সভা

চ) এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর ই-গভর্নেন্স সিস্টেমের উন্নয়ন: এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর ই-গভর্নেন্স সিস্টেম উন্নয়নের অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে ব্যুরোর রেজিস্ট্রিকৃত স্থানীয় ও বিদেশী এনজিওসমূহের রেজিস্ট্রেশন, প্রকল্প এবং অডিট ও হিসাব সংক্রান্ত সার্বিক তথ্য সম্বলিত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ডাটা বেইস সার্ভার স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও ব্যুরোর ওয়েবসাইট ম্যানেজমেন্ট আধুনিকীকরণ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ওয়েবসাইটে ব্যুরোর নোটিশ, কার্যক্রম, সিটিজেন চার্টার, অর্গানোগ্রাম, অফিসারদের তালিকা, এনজিও নিবন্ধনের নিয়মাবলী, ফরম বিষয়ক, বৈধ ও বাতিলকৃত এনজিওদের তালিকা, অডিট ফার্মের তালিকা, এনজিওদের ফোকাল পয়েন্টদের নাম প্রভৃতি তথ্য প্রদান করা হয়েছে। উক্ত ওয়েবসাইটে ব্যুরোর নিজস্ব মেইল সার্ভার ইন্সটলেশন এন্ড কনফিগারেশনের কার্যক্রমও অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। ওয়েবসাইটে প্রতিটি এনজিও'র নিজস্ব প্রোফাইল এবং ব্যুরোর Personnel Information System ও অন্তর্ভূক্ত থাকবে। এতদপ্রেক্ষিতে ইতোমধ্যে ব্যুরোতে অধিক ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ওয়েব সার্ভার স্থাপন করা হয়েছে। উভয় প্রান্তে ব্যবহারযোগ্য ই-সার্ভিস চালু করার জন্য ব্যুরোর কম্পিউটার সেবাকে অটোমেশন করার কার্যক্রম চলছে। এছাড়াও বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল-এ Banglagov.net প্রকল্পের আওতায় ব্যুরোতে 2mbps ব্যান্ডউইথ সম্পন্ন Internet Server স্থাপনের কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর ই-গভর্নেন্স উন্নয়নের মাধ্যমে ব্যুরোর দৈনন্দিন দাপ্তরিক কার্যসমূহ অনলাইনে সম্পন্ন করা, অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসমূহের সাথে Inter-connectivity স্থাপন পূর্বক তথ্য আদান-প্রদান করা এবং আধুনিক ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সকল স্টেক হোল্ডারদের নিকট দ্রুত সেবা প্রদান করা সম্ভবপর হবে।

ছ) ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে এনজিও কার্যক্রমের মূল্যায়ন সংক্রান্ত সভা/সেমিনার

এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর তত্ত্বাবধানে ব্যুরো কর্তৃক রেজিস্ট্রিকৃত এনজিওদের মাধ্যমে প্রাপ্ত বৈদেশিক অনুদানের সাহায্যে এনজিওসমূহ কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পরিবার পরিকল্পনা, স্যানিটেশন, নারীর ক্ষমতায়ন, আইনী সহায়তা, মানবাধিকার উন্নয়ন, মাতৃ ও শিশু মৃত্যু হার হ্রাস, দারিদ্র বিমোচনসহ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখে চলেছে। এতদপ্রেক্ষিতে উন্নয়ন কর্মকান্ডে এনজিও'র অংশগ্রহণ ও ভূমিকা সম্পর্কে দেশের জনগণকে অবহিত করার লক্ষ্যে ২০১৩ সালে ''দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার ভূমিকা'' শীর্ষক বিভাগীয় পর্যায়ে এনজিও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

প্রাপ্ত সুপারিশ বাস্তবায়নের পদক্ষেপঃ

সভা ও সেমিনারে প্রাপ্ত সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য ইতোমধ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। মাঠ প্রশাসন হতে প্রত্যয়নপত্র পাওয়ার বিষয়ে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক সরাসরি স্থানীয় প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করে প্রত্যয়নপত্র আনয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে,এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে এনজিও পোর্টাল তৈরি করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে সমন্বয় সভায় এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মহাপরিচালকসহ পরিচালক পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত হচ্ছেন।

জ) তথ্য অধিকার আইনের আলোকে গৃহীত কার্যক্রম

জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০০৯ সনে তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ প্রণীত হয় । উক্ত আইন অনুযায়ী জনগণকে তথ্য সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপ-পরিচালক(সাঃ) কে তথ্য কর্মকর্তা হিসেবে মনোনয়ন দেয়া হয়েছে । এ ছাড়াও এনজিওসমূহ নিজ নিজ ক্ষেত্রে যেন জনগণকে তথ্য সরবরাহ করে সে জন্য তাদেরকে ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয় । এনজিওসমূহ ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণ করে তথ্য সরবরাহ করছে।

ঝ) মানি লন্ডারিং ও এন্টি টেরোরিস্ট ফাইন্যান্সিং

বর্তমান সরকার অর্থ পাচার এবং সন্ত্রাসী অর্থায়নের বিরুদ্ধে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে । এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যে Anti Terrorist Financial Act-2009 এবং Money Laundering Act-2012 প্রণয়ন করেছে। এই আইনের নির্দেশনা অনুযায়ী অর্থ পাচার রোধ, এবং সন্ত্রাসী কার্যক্রম অর্থায়নের হুমকী রোধের ক্ষেত্রে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো নিম্নরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেঃ

১. এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর ওয়েবসাইটে ইউএন সিকিউরিটি কাউন্সিলের রেজুলেশনে উল্লিখিত সন্দেহভাজন দাতা সংস্থার তালিকা আপলোড করা হয়েছে;

২. একই সাথে সকল এনজিও-কে উক্ত তালিকা যাচাইপূর্বক দাতা সংস্থা হতে অনুদান গ্রহণের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে;

৩. এফডি-৬-এ সংস্থা কর্তৃক গৃহীত অনুদান উক্ত তালিকাভুক্ত কোন দাতা সংস্থার নয় মর্মে সংস্থা প্রদত্ত ঘোষণাপত্র অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে;

৪.প্রত্যেক এনজিও'র মাদার একাউন্টের হিসাব এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক গ্রহণ করা হচ্ছে; যাতে জানা যায় বিদেশ থেকে কি পরিমাণ অর্থ প্রকৃত পক্ষে ঐ এনজিওর অনুকূলে এসেছে। অদ্যাবধি ১০৩টি এনজিওর নিকট থেকে মাদার একাউন্ট এর তথ্য পাওয়া গিয়েছে।

৫.এফডি-৬ অনুমোদনের পূর্বে ইউএন সিকিউরিটি কাউন্সিলের রেজুলেশনে উলেখিত সন্দেহভাজন দাতা সংস্থার তালিকা বিবেচনা করে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

এ ছাড়া বিভিন্ন সভা/সেমিনারে Anti Terrorist Financial Act- ২০০৯ এবং Money Laundering Act-2012 বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

ঞ) ব্যুরোর কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা সংশোধন

এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর কমকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা-২০০১ সংশোধনের নিমিত্ত সংশোধিত নিয়োগ বিধিমালা-২০১৩ প্রণয়ন করে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। বর্তমানে নিয়োগ বিধিমালা-২০১৩ অনুমোদনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে।

ট) বিদ্যমান অধ্যাদেশ সংশোধন

বাংলাদেশে বর্তমানে স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রম সংক্রান্ত বৈদেশিক অনুদান The Foreign Donations (Voluntary Activities) Regulations Ordinance, 1978 (Ordinance No. XLVI of 1978) এবং The Foreign Contributions (Regulation) Ordinance, 1982 (Ordinance No. XXXI of 1982) অধ্যাদেশ দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। উক্ত অধ্যাদেশগুলো একীভূত করে একটি একক আইনে রূপান্তর করে এর কাঠামোগত পরিবর্তনসহ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সংশোধন, বিয়োজন, পুনর্গঠন ও পরিমার্জন করে ''বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রম) রেগুলেশন আইন ২০১৪'' শিরোনামে আইন প্রণয়নের নিমিত্ত প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। আইনটির খসড়া প্রণয়নের পর এনজিও ও দাতা সংস্থার প্রতিনিধিদের সংগে অনেকগুলো সভা করা হয়েছে এবং সকলের মতামতের প্রতিফলন ঘটিয়ে একটি উপযুক্ত আইন প্রণয়নের নিমিত্ত খসড়া প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ওয়েবসাইটে এবং এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। সর্বোপরি সকল স্টেকহোল্ডারদের সংগে আলোচনা করে খসড়াটি চূড়ান্ত করা হয়েছে । বর্তমানে আইনটি মন্ত্রিপরিষদ সভায় নীতিগত অনুমোদন হয়েছে মর্মে জানা যায় ।

ঠ) এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর নিজস্ব ভবন নির্মাণ

এনজিও বিষয়ক ব্যুরো প্রতিষ্ঠাকাল থেকে মৎস্য ভবনের ১০ম তলায় এর কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এনজিও বিষয়ক ব্যুরো সৃষ্টিলগ্ন অর্থাৎ ১৯৯০ সালে মাত্র ৩৪৭টি (তন্মধ্যে ২৬৭টি দেশী এবং ৮০টি বিদেশী নিবন্ধিত) এনজিও নিয়ে যাত্রা শুরু করে। সময়ের পরিক্রমায় বর্তমানে এনজিওর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ২৩১৩টিতে দাঁড়িয়েছে । তন্মধ্যে বিদেশী এনজিও'র সংখ্যা ২৩৫টি এবং দেশী এনজিও'র সংখ্যা ২০৭৮টি। ফলশ্রুতিতে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর কার্যক্রম ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে । তাই এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর নিজস্ব ভবন নির্মাণ অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে । এ পরিপ্রেক্ষিতে সরকার আগারগাঁওয়ে ০.৮৪ একর জমি এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর নামে বরাদ্দ প্রদান করেছে। উক্ত জমিতে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর নিজস্ব ভবন নির্মাণ প্রকল্প একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে ৪৭,৩৭,৪৭,০০০/-(সাতচল্লিশ কোটি সাঁইত্রিশ লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার) টাকা।

একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রাম

ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে এটুআই প্রোগ্রাম

তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে সমাজের সকল শ্রেণী-পেশার মানুষের দোরগোড়ায় সস্তায়, দ্রুত, স্বচ্ছ ও হয়রানিমুক্ত সেবা পৌঁছে দিয়ে একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করাই ডিজিটাল বাংলাদেশের মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে ইউনিয়ন থেকে শুরু করে উপজেলা, জেলা, বিভাগ ও মন্ত্রণালয় পর্যন্ত সর্বত্র সমন্বিত ই-সেবা কাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে যাতে যেখানেই সেবা তৈরি হোক না কেন জনগণ যেকোনো সময়ে, যেকোনো জায়গায় বসে তা পেতে পারেন। জনগণের দোরগোড়ায় সেবা নিয়ে যাওয়ার পরবর্তী ধাপ হিসেবে বর্তমানে জনগণের হাতের মুঠোয় সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নানামুখী কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রাম নানামুখী ডিজিটাল উদ্যোগ বাস্তবায়নে কারিগরি সহায়তা প্রদান করছে। ডিজিটাল উদ্যোগসমূহের মাধ্যমে জনগণ যেভাবে উপকৃত হচ্ছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণী তুলে ধরা হলো:

ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার:

দেশের সকল ইউনিয়নে স্থাপিত তথ্য ও সেবাকেন্দ্র থেকে প্রতিমাসে গড়ে ৪০ (চলিশ) লক্ষাধিক গ্রামীণ মানুষ সেবা নিচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী ২০১৪ সালে এ সকল সেবা কেন্দ্রের নাম পরিবর্তন করে "ডিজিটাল সেন্টার" করা হয়। সেবা প্রদান করে কেন্দ্রের উদ্যোক্তাদের মাসিক গড় আয় ৫ (পাঁচ) কোটি টাকার। গ্রামের সাধারণ মানুষকে সেবা প্রদান ছাড়াও এসব কেন্দ্রের মাধ্যমে সাড়ে ৪ (চার) হাজার নারীসহ ০৯ (নয়) হাজারের বেশি মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। এসব ডিজিটাল সেন্টার থেকে গ্রামীণ জনপদের মানুষ খুব সহজে সরকারি ফরম, নোটিশ, পাশপোর্ট-ভিসা সংক্রান্ত তথ্য, জাতীয় ই-তথ্যকোষ, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আইন বিষয়ক তথ্য, চাকুরির খবর, নাগরিকত্ব সনদপত্র, পাবলিক পরীক্ষার ফলাফলসহ অন্যান্য সরকারি সেবা পাবেন। তাছাড়া ইন্টারনেট ব্যবহার, ই-মেইল করা, কম্পিউটার কম্পোজ, ফটোকপি, স্ক্যানিং করার সুবিধা রয়েছে এসব ডিজিটাল সেন্টারে। প্রচলিত সেবার বাইরে এসব কেন্দ্র থেকে বর্তমানে মোবাইল ব্যাংকিং, জীবন বীমা, মাটি পরীক্ষা ও সারের সুপারিশ, বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ এবং জেলা প্রশাসক অফিসে জমির পরচাসহ অন্যান্য সেবা'র আবেদন করা যাচ্ছে। প্রতিমাসে এসব কেন্দ্র থেকে মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে গড়ে ১৫ কোটি টাকার উপরে আদান-প্রদান হচ্ছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অর্থ শহর থেকে গ্রামে যাচ্ছে।

জেলা ই-সেবাকেন্দ্র:

জেলা ই-সেবাকেন্দ্রে এসে জনগণ সরাসরি, ডাকযোগে কিংবা অনলাইনে সেবার আবেদন করতে পারছে। আবেদনের সাথে সাথে আবেদনকারীকে একটি গ্রহণ রশিদ দেয়া হচ্ছে, ফলে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়েছে। জেলা প্রশাসনের সকল কর্মকান্ড এখন অনলাইনের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে। সেবার মান উন্নত হওয়ার পাশাপাশি যেকোনো সময়ে যেকোনো স্থান হতে সেবা নেয়া বা দেয়া যাচ্ছে-সেবা প্রদানে এসেছে গতি। দেশের সকল জেলায় স্থাপিত জেলা ই-সেবাকেন্দ্র থেকে প্রতি মাসে ৪০ (চলিশ) হাজারের বেশি পরচা অনলাইন পদ্ধতিতে প্রদান করা হচ্ছে। জেলা ই-সেবাকেন্দ্র চালু হওয়ার ফলে জনগণের হয়রানি বন্ধ হওয়ার পাশাপাশি সময় ও অর্থের সাশ্রয় হচ্ছে। জনগণ কোনোরকম ঝামেলা ছাড়াই দ্রুততম সময়ে সেবা পাচ্ছে। প্রশাসনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজে এসেছে স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা, কমেছে দুর্নীতি।

জীবন ও জীবিকাভিত্তিক তথ্য নিয়ে জাতীয় ই-তথ্যকোষ

জীবন-জীবিকাভিত্তিক তথ্য এক জায়গায় সহজে খুঁজে পেতে চালু করা হয়েছে বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম তথ্যভান্ডার- জাতীয় ই-তথ্যকোষ। জাতীয় ই-তথ্যকোষে কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আইন ও মানবাধিকার, পর্যটন, কর্মসংস্থান, নাগরিক সেবা, অকৃষি উদ্যোগ, পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, শিল্প ও বাণিজ্য, বিজ্ঞান ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ইত্যাদি বিষয়ে বাংলা ভাষায় তথ্য সন্নিবেশিত আছে। এসব তথ্য টেক্সট, এ্যানিমেশন, ছবি, অডিও এবং ভিডিও আকারে পাওয়া যায়। জাতীয় ই-তথ্যকোষে ৮ (আট) হাজার বিষয়ের উপর প্রায় ০১ (এক) লক্ষ পৃষ্ঠা তথ্য রয়েছে। সরকারি- বেসরকারি ৩০০ (তিনশত) টি প্রতিষ্ঠান একযোগে জাতীয় ই-তথ্যকোষ প্রণয়ন ও উন্নয়নে কাজ করছে। জাতীয় ই-তথ্যকোষের ওয়েবসাইটে সেপ্টেম্বর ২০১২ পর্যন্ত সাড়ে আট (০৮) লক্ষ মানুষ বিভিন্ন তথ্য নিয়েছে।

মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমে ডিজিটাল কনটেন্ট

তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষা নয়, বরং শিক্ষায় তথ্যপ্রযুক্তি এই মূল মন্ত্র ধারন করে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের জন্য "মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম" ও "শিক্ষক র্কতৃক ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি" নামে দুটি মডেল উদ্ভাবন করা হয়েছে। অনেক উন্নয়নশীল দেশ এ মডেল অনুসরণে আগ্রহ প্রকাশ করছে। এ মডেলে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকরাই শিক্ষার্থীদের উপযোগী কনটেন্ট তৈরি করে ক্লাসে ব্যবহার করছেন। বর্তমানে একটি প্রকল্পের আওতায় দেশের ২০ (বিশ) হাজার ৫০০ (পাঁচশত) মাধ্যমিক স্তরের বিদ্যালয়ে (মাদ্রাসাসহ) মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপনের কাজ এগিয়ে চলেছে। মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম এর মাধ্যমে শ্রেণী কার্যক্রম পরিচালিত হলে আমাদের নতুন প্রজন্ম মানসম্মত শিক্ষা পাবে যার ফলে তারা বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় নিজেদের প্রস্তুত করতে পারবে। প্রায় ৭০ লক্ষ শিক্ষার্থী এর মাধ্যমে সরাসরি উপকৃত হবে।

ই-বুক:

পাঠ্যপুস্তক আকর্ষণীয়, চিত্তাকর্ষক, ফলপ্রসু ও যুগোপযোগী করার জন্য প্রাথমিক, মাধ্যমিক, মাদ্রাসা ও কারিগরি ও শিক্ষাবোর্ডের সকল (৩২৫টি) পাঠ্যপুস্তক ই-বুকে রূপান্তর করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১১ সালের ২৪ এপ্রিল ই-বুকের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। www.ebook.gov.bd ওয়েবসাইট থেকে এসব ই-বুক পড়া, ডাউনলোড ও প্রিন্ট নেয়া যায়। হাতের কাছের কম্পিউটার, মোবাইল ফোন, ই-বুক রিডার, আই-প্যাড, সিডিতে সহজে পাঠযোগ্য ও বহনযোগ্য হওয়ায় পাঠকদের মাঝে ই-বুক ব্যবহার ও প্রকাশনা খুবই সম্ভাবনাময়।

মোবাইল কী-প্যাড প্রমিতকরণ ও বাংলায় এসএমএস চালু:

বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে তথ্য প্রযুক্তির সুবিধা নিশ্চিত করতে মাতৃভাষায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই মোবাইল ফোনের সাধারণ ব্যবহারকারীরা যাতে সহজেই বিভিন্ন ব্র্যান্ডের মোবাইল সেট থেকে মাতৃভাষা বাংলায় এসএমএস পাঠাতে এবং পড়তে পারে সেজন্য মোবাইল ফোনে ব্যবহার উপযোগী বাংলা কী প্যাড প্রমিতকরণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তাছাড়া, ৩১ জানুয়ারি ২০১২ এর পর থেকে বাংলা কী প্যাড ছাড়া যেকোনো ধরনের মোবাইল সেট আমদানীর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।

অনলাইন বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারি কল্যাণ ট্রাস্ট ও অবসর সুবিধা বোর্ড আবেদন ব্যবস্থাপনা:
বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের অবসরকালীন ভাতা ঝামেলমুক্ত উপায়ে নিশ্চিত করতে বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারি কল্যাণ ট্রাস্ট ও অবসর সুবিধা বোর্ডে অনলাইন আবেদন পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ৬ মার্চ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক-কর্মচারি কল্যাণ ট্রাস্ট এবং অবসর সুবিধা বোর্ড এর অনলাইন আবেদন ব্যবস্থাপনা উদ্বোধন করেন। এর ফলে দেশের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ০৬ (ছয়) লক্ষ শিক্ষক-কর্মচারি অনলাইনে তাদের অবসরকালীন সুবিধার আবেদন করতে পারছেন।

জাতীয় পোর্টাল ফ্রেমওয়ার্ক:
জাতীয় পোর্টাল ফ্রেমওয়ার্ক (NPF) এর আওতায় দেশের সকল ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা, বিভাগ, অধিদপ্তর, মন্ত্রণালয়সহ সকল সরকারি দপ্তরের জন্য প্রায় ২৫ (পঁচিশ) হাজার পোর্টাল (তথ্য বাতায়ন) উদ্বোধন করা হয়েছে। এর ফলে জনগণের তথ্য ও সেবা প্রাপ্তি আরো সহজ হয়েছে।

লার্নিং এ্যান্ড আর্নিং
তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে বর্তমানে অনলাইন আউটসোর্সিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সারাদেশের একদল তরুণ ইতোমধ্যে আউটসোর্সিং কাজের সাথে যুক্ত হয়ে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করছে। এ বাস্তবতায়, সাপোর্ট টু ডিজিটাল বাংলাদেশ (এটুআই) প্রোগ্রামের আওতায় সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব নীতিমালায় ''লার্নিং এ্যান্ড আর্নিং'' কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। এ কর্মসূচির মাধ্যমে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অনলাইন আউটসোর্সিং বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উপার্জন সক্ষম করে তোলা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ঢাকাসহ ১২টি জেলার ১৫০০ শিক্ষার্থীকে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

অনলাইন ট্যাক্স ক্যালকুলেটর ও অনলাইন ট্যাক্স রিটার্ন প্রস্তুত:

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ওয়েবসাইট থেকে অনলাইন ট্যাক্স ক্যালকুলেটরের মাধ্যমে আয়করের হিসাব বের করা এবং আয়কর রিটার্ন প্রস্তুত করা যায়। ইতোমধ্যে ১ লাখের অধিক করদাতা অনলাইন ট্যাক্স ক্যালকুলেটর ব্যবহার করেছেন এবং অনলাইনে ট্যাক্স রিটার্ন-প্রস্তুত করেছেন। এ ছাড়া এ বছর থেকে অনলাইনের মাধ্যমে ট্যাক্সও প্রদান করা যাচ্ছে।

ই-এশিয়া-২০১১:

ডিসেম্বর ১-৩ তারিখ ঢাকায় আয়োজন করা হয় এশিয়ার সবচেয়ে বড় আইসিটি ইভেন্ট ই-এশিয়া-২০১১। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রোগ্রাম এ আয়োজনের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। ই-এশিয়া-২০১১ তে তথ্য ও যোগোযোগ প্রযুক্তি ক্ষেত্রে এশিয়ার দেশগুলো কী কী অর্জন করেছে সে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের পাশাপাশি তাদের নতুন নতুন উদ্ভাবন তুলে ধরা হয়। স্বাধীনার ৪০ বছর পূর্তিতে এ আয়োজনে মোট ৩০টি সেমিনারর আয়োজন করা হয় যেখানে ২০০ জন আন্তর্জাতিক বক্তা অংশ নেন। বিশ্বের শীর্ষ স্থানীয় প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান এ মেলায় অংশ নেয়। উন্নয়নে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারে বিশেষ অবদানের জন্য ১৭টি দেশি-বিদেশি প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। ইন্টেল এর জন ডেভিস এবং ওডেস্ক এর ম্যাট কুপারের উপস্থিতি এ আয়োজনকে সমৃদ্ধ করে। এ মেলার ফলে দেশের তরুণদের আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও বিদেশী বিনিয়োগে আকৃষ্ট করা সম্ভব হয়েছে।

ই-পূর্জি

দেশের ১৫টি চিনিকলের সব আখ চাষী এখন এসএমএস এর মাধ্যমে পূর্জি পাচ্ছে। এর ফলে আখচাষীদের দীর্ঘ দিনের বিড়ম্বনার অবসান হয়েছে। এর পাশাপাশি সঠিক সময়ে মিল গেটে আখ সরবরাহের ফলে চিনিকলের উৎপাদনও বেড়েছে। ই-পূর্জি চালু হওয়ার ফলে প্রতিবছর দুই লক্ষেরও বেশি আখ চাষী সরাসরি উপকৃত হচ্ছে।

ইলেক্ট্রনিক মানি অর্ডার:

বাংলাদেশ ডাক বিভাগ ২৭৫০টি পোস্ট অফিস থেকে ইলেক্ট্রনিক মানি অর্ডার চালু করেছে। ডাক বিভাগের মোবাইল ফোন ব্যবহার করে সেবা গ্রহনকরী সর্বোচ্চ ১ মিনিটের মধ্যে পোস্ট অফিস থেকে অর্থ প্রেরণ ও গ্রহণ করতে পারছে। শুধু ২০১১-২০১২ অর্থবছরে ৪৮ লক্ষ ৮০ হাজার ৩৯৪ জন গ্রাহক এ সেবা গ্রহণ করেছে। এ সময়ের মধ্যে মোট ২২৬৪ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা আদান-প্রদান করা হয়েছে। এ সেবা দিয়ে ডাক বিভাগ ২৮ কোটি ২২ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা রাজস্ব আয় করেছে।

ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা:

বিভিন্ন ই-সেবা সম্পর্কে ধারণা প্রদান ও কোথায় কীভাবে এসব সেবা পাওয়া যায় তা সাধারণ মানুষকে জানানোর জন্য ইতোমধ্যে জাতীয় পর্যায়ে, সকল বিভাগে, সকল জেলায় ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলার আয়োজন করা হয়েছে। ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা সেবাদানকারী এবং সেবাগ্রহণকারীর মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা ও বিভিন্ন ডিজিটাল সেবার সাথে মানুষকে ব্যাপকভাবে পরিচিত করার উৎকৃষ্ট মাধ্যম। ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা থেকে বর্তমান সেবার পাশাপাশি ভবিষ্য ই-সেবা বিষয়ে সাধারণ মানুষ ধারণা পেয়ে থাকেন।

সেবা যখন মোবাইল ফোনে

মোবাইল ফোন শুধু কথার বলার যন্ত্রই নয় বরং এর মাধ্যমে নানাবিধ তথ্য ও সেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে। একটি দেশের উন্নয়নের অন্যতম সূচক হলো তার টেলি-ঘনত্ব। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় সাড়ে ৭ কোটি মোবাইল ফোন ব্যবহারকারী রয়েছে। দ্রুত সম্প্রসারণশীল এ প্রযুক্তি এখন গ্রামের দরিদ্র কৃষকের হাতেও। এ বাস্তবতায়, মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে ইতোমধ্যে বিভিন্ন সেবা প্রদানের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প

১৯৯৭ সালের ১৯ মে কক্সবাজার জেলাসহ পার্শ্ববর্তী এলাকা ঘূর্ণিঝড়ে আক্রান্ত হওয়ায় বহু পরিবার গৃহহীন হয়ে পড়ে। তদানীন্তন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঐ সকল গৃহহীন পরিবারসমূহকে পুনর্বাসনের নির্দেশ দেন। তারই পরিপেক্ষিতে ১৯৯৭ সালে "আশ্রয়ণ" নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে ১৯৯৭ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত মোট ৯০৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ১,০৫,৯১৩ টি পরিবার পুনর্বাসন করা হয়। বর্ণিত প্রকল্পের সাফল্য ও ধারাবাহিকতায় ২০১০-২০১৭ (সংশোধিত) মেয়াদে ৫০,০০০ গৃহহীন, ছিন্নমূল পরিবার পুনর্বাসনের লক্ষ্যে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। সারাদেশে গ্রামাঞ্চলে ব্যারাক হাউজ এবং বিভাগীয় সদর ও রাজউক, বিভিন্ন সিটি কর্পোরেশন এলাকা, জেলা ও উপজেলা সদর এবং পৌরসভা এলাকায় বহুতল ভবন নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়া গ্রামাঞ্চলে যাদের জমি আছে কিন্তু ঘর নির্মাণের সামর্থ্য নেই এমন পরিবারসমূহের জন্য প্রতি ইউনিয়নে এক (০১) টি করে আধা-পাকা ঘর নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

পুনর্বাসিত ভূমিহীন, গৃহহীন, দুর্দশাগ্রস্ত ও ছিন্নমূল পরিবারের স্বামী-স্ত্রীর যৌথ নামে ভূমির মালিকানা স্বত্বের দলিল/কবুলিয়ত সম্পাদন, রেজিস্ট্রি ও নামজারী করে দেয়া হয়। পুনর্বাসিত পরিবার সমূহের জন্য সম্ভাব্য ক্ষেত্রে কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ, মসজিদ নির্মাণ, কবর স্থান, পুকুর ও গবাদি পশু প্রতিপালনের জন্য সাধারণ জমির ব্যবস্থা করা হয়। পুনর্বাসিত পরিবারের সদস্যদের বিভিন্ন উৎপাদনমুখী ও আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডের জন্য ব্যবহারিক ও কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রশিক্ষণ শেষে তাদের মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করা হয়। প্রকল্প-গ্রামে বসবাসরত উপকারভোগীদের (যেমন: নাম/স্বামীর নাম, সন্তান সংখ্যা, ঋণ ইত্যাদি) এবং প্রকল্প-গ্রামের তথ্য সংরক্ষণ করার জন্য ডাটাবেইজ প্রণয়ন করা হয়েছে। আশ্রয়ণ প্রকল্পের ওয়েবসাইটের ঠিকানা (www.ashrayanpmo.gov.bd) এবং ডাটাবেইজের ঠিকানা (www.ashrayandbpmo.gov.bd)

আশ্রয়ণ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য

- ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমূল, অসহায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন
- ঋণ প্রদান ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহে সক্ষম করে তোলা
- আয়বর্ধক কার্যক্রম সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প (২০১০-২০১৭) ঃ আশ্রয়ণ প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় আশ্রয়ণ-২ (জুলাই ২০১০-জুন ২০১৭) নামে একটি প্রকল্পের কার্যক্রম বর্তমানে চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পে ঘূর্ণিঝড়, সিডর, আইলা আক্রান্ত এলাকার জন্য পাকা ব্যারাক, অন্যান্য অঞ্চলের জন্য সেমি-পাকা ব্যারাক এবং নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জন্য তাদের কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও রীতিনীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিশেষ ডিজাইনের গৃহ নির্মাণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সংক্ষেপে প্রকল্প পরিচিতি ঃ

* উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা	ঃ ৫০ হাজার ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমূল পরিবার পুনর্বাসন।
* মূল ডিপিপি অনুমোদিত	ঃ ৩১ আগষ্ট, ২০১০।
* সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত	ঃ ১৩ আগষ্ট, ২০১৩।
* প্রকল্পের মেয়াদ	ঃ জুলাই ২০১০ - জুন ২০১৭।
* মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	ঃ ২২০৪০০.১৯ লক্ষ টাকা।
* অর্থের উৎস	ঃ বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব তহবিল।

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প ২০০৯-২০১৩ মেয়াদে যে সকল কার্যক্রম সম্পাদন করেছে তা নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

১. ব্যারাক নির্মাণঃ

সন	প্রকল্পগ্রাম	বরাদ্দকৃত অর্থ (কোটি টাকা)	ব্যয়িত অর্থ (কোটি টাকা)	নির্মিত ব্যারাক সংখ্যা	পুনর্বাসিত পরিবার সংখ্যা
২০০৯	-	-	-	-	-
২০১০	১১৬	১৬৩.৬৩	১৬৩.৩৯	১৩৫২	৮৩৯০
২০১১	৯২	১৪৫.০০	১৪২.৫৮	১০৮৭	৫৬৯০
২০১২	৯৩	১২০.১০	১১৯.৩২	১০৯৮	৫৫২০
২০১৩	৭৪	১৬৫.০০	১৬৩.৮৭	৮১৯	৪৮৭২
মোট	৩৭৫	৫৯৩.৭৩	৫৮৯.১৬	৪৩৫৬	২৪৪৭২

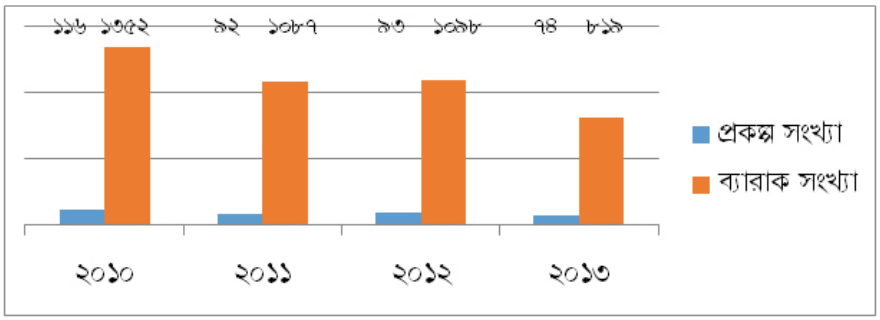

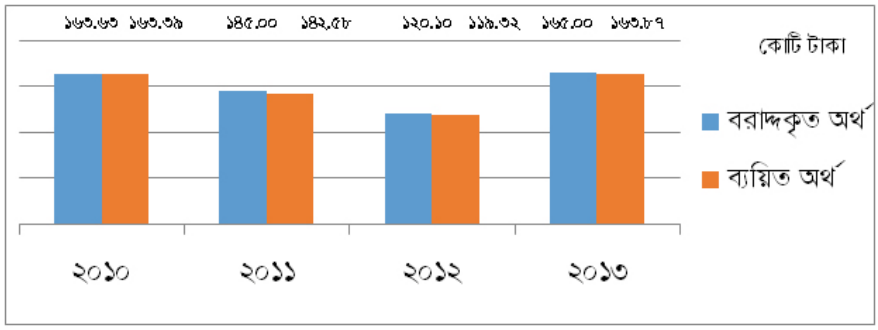

আশ্রয়ণ প্রকল্প বাস্তবায়ন পদ্ধতি ও বিভিন্ন ধাপসমূহঃ

১. খাসজমি, রিজিউমকৃত জমি, দানকৃত জমি এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে ক্রয়কৃত জমি চিহ্নিত করে উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক আশ্রয়ণ প্রকল্পের স্থান নির্বাচন এবং জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণ;
২. আশ্রয়ণ প্রকল্প কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রকল্পের প্রাক জরিপ যাচাই;
৩. অনুমোদিত প্রাক্কলন অনুসারে উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক নির্বাচিত স্থানে মাটির কাজ সম্পাদন ;
৪. আশ্রয়ণ প্রকল্প কর্তৃক মাটির কাজের কর্মোত্তর জরিপ যাচাই;
৫. ব্যারাক নির্মাণের জন্য সশস্ত্র বাহিনীর অনুকূলে অগ্রিম অর্থ বরাদ্দ;
৬. সশস্ত্র বাহিনী কর্তৃক ব্যারাক নির্মাণ ও উপজেলা প্রশাসনের নিকট হস্তান্তর;
৭. সরকার অনুমোদিত নীতিমালা মোতাবেক উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক পরিবার বাছাই;
৮. প্রকল্পে পুনর্বাসিত স্বামী-স্ত্রীর যৌথ নামে ভূমির মালিকানা সত্ত্বের দলিল/কবুলিয়ত সম্পাদন, রেজিস্ট্রি ও নামজারী সম্পাদন;

বান্দাবাড়ি আশ্রয়ণ প্রকল্প, কালিয়াকৈর, গাজিপুর (অবসর সময়ে বিনোদন)

পারগোবিন্দপুর আশ্রয়ণ প্রকল্প, রামপাল, বাগেরহাট
(পাকা ব্যারাক ও পুকুর)

চকহরিবলভ আশ্রয়ণ প্রকল্প, মহাদেবপুর, নওগাঁ
(সিআইসিট ব্যারাক ও পুকুর)

টংঘর, কলাপাড়া, পটুয়াখালী

দিনাজপুর জেলার বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত
৩১৮টি পরিবারের জন্য পাকা ব্যারাক নির্মাণ

২. বহুতল ভবন নির্মাণ ঃ

- আশ্রয়ণ প্রকল্পের ডিপিপি-তে বিভাগীয় সদর, সিটি কর্পোরেশন, জেলা ও উপজেলা সদর এবং পৌরসভা এলাকায় ৫৫ টি বহুতল ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ রয়েছে;
- ইতোমধ্যে নোয়াখালী জেলায় বেগমগঞ্জ উপজেলাধীন গণিপুর আশ্রয়ণ প্রকল্পের ও রাজশাহী পবা উপজেলাধীন কাশিয়াডাঙ্গা আশ্রয়ণ প্রকল্পের বহুতল ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে সয়েল টেষ্ট ও ডিজিটাল সার্ভে সম্পাদিত হয়েছে;
- গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক এর ডিজাইন ও প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে;
- শীঘ্রই নির্মাণ কাজ শুরু করা যাবে;
- বহুতল ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রস্তাব প্রেরণের জন্য সকল জেলা প্রশাসককে পত্র দেয়া হয়েছে।

৩. বিবিধঃ

অংগসমূহ	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩
১. পুনর্বাসিত পরিবারের মাঝে ঋণ বিতরণ(পরিবার সংখ্যা)	৩২৪০ টি পরিবার	৫৫৫০টি পরিবার	৪০০০ টি পরিবার	১৭৫০ টি পরিবার
২. প্রশিক্ষণ প্রদান (উপকারভোগীর সংখ্যা)	৮৯৬০ জন	৫০২০ জন	৫৪৬৫ জন	৩৭৮৫ জন
৩. বিদ্যুৎ সংযোগকৃত ব্যারাক সংখ্যা	৬৭৫টি	১৪৮০টি	১০২২০ টি	৫৭৫ টি
৪. কবুলিয়ত রেজিস্ট্রেশন	-	-	-	৪৫৩০ টি
৫. বৃক্ষরোপণ(রোপিত বৃক্ষ সংখ্যা)	-	৬২৭৮৩ টি	৭২০১৪ টি	৫২৬৫০ টি
৬. কমিউনিটি সেন্টার	২৪ টি	৩৫ টি	২২ টি	২০টি
৭. যার জমি আছে, ঘর নেই তার নিজস্ব জায়গায় ঘর নির্মাণ (২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে শুরু হয়)	-	-	-	১৮৪৯ টি ঘর

যার জমি আছে ঘর নেই তার নিজ জমিতে গৃহ নির্মাণ, তবকপুর, উপজেলা উলিপুর, জেলা কুড়িগ্রাম

উপকারভোগীদের আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ও ঋণ কার্যক্রমঃ

গরু পালন

সেলাইয়ের কাজ

হাতের কাজ (বাঁশ ও বেত)

মাছ চাষ

উপকারভোগীদের জন্য বিশুদ্ধ পানি নিশ্চিতকরণঃ

টিউবওয়েল (বিশুদ্ধ খাবার পানি)

ঘাটলা ও পুকুর (গোসলের জন্য)

উপকারভোগীদের ঘরের সামনে সবজির মাচা

আশ্রয়ণ প্রকল্পের অন্যান্য কার্যাবলীঃ

১.প্রতিটি পরিবারকে ১০ কেজি করে প্রাথমিক পর্যায়ে ৩ মাস মেয়াদী ভিজিএফ সুবিধা প্রদান;
২.পুনর্বাসিত পরিবারসমূহের জন্য সম্ভাব্য ক্ষেত্রে কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ, মসজিদ নির্মাণ, কবরস্থান, পুকুর ও গবাদিপশু প্রতিপালনের জন্য সাধারণ জমির ব্যবস্থা;
৩.সংযোগ রাস্তা নির্মাণ, বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান, বৃক্ষরোপন ও ঘাটলা নির্মাণ;
৪.টিউবওয়েল স্থাপন ও লেট্রিন নির্মাণ;
৫.পুনর্বাসিত পরিবারের সদস্যদের জন্য ব্যাবহারিক ও কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রশিক্ষণ শেষে প্রতিটি পরিবারকে ২০ হাজার টাকা ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান;
৬.আশ্রয়ণ গ্রামে পুনর্বাসিত পরিবারের সদস্যদের নিয়ে সমবায় সমিতি গঠন ও সমিতি নিবন্ধনকরণ।
৭.আশ্রয়ণ গ্রামের সক্ষম দম্পতিদের পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ, মা ও শিশুর স্বাস্থ্য সুরক্ষাসহ সকলের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান;
৮.আশ্রয়ণ গ্রামের পুনর্বাসিত পরিবারের সদস্যদের বিভিন্ন উৎপাদনমুখী ও আয়বর্ধক কর্মকাণ্ড তথা হাঁসমুরগী ও ছাগল প্রতিপালনের জন্য উৎসাহ দান; এবং
৯.উক্ত কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরসমূহ এবং বিভিন্ন উৎসাহী বেসরকারি সংস্থাসমূহকে সম্পৃক্তকরণ।

দিশারী আশ্রয়ণ প্রকল্প, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার (কমিউনিটি প্রোগ্রাম)

পড়াশুনা

বৃক্ষ রোপন

মসজিদ

ভিজিএফ

পরিবার পরিকল্পনা

আশ্রয়ণ প্রকল্প বিষয়ক দিনব্যাপী কর্মশালাঃ

- আশ্রয়ণ প্রকল্প হতে এ পর্যন্ত ৪ টি বিভাগে এ কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে (যেমনঃ রাজশাহী, বরিশাল, খুলনা, চট্টগ্রাম)।
- অংশগ্রহণেঃ
  - প্রধান অতিথি হিসেবে মুখ্য সচিব ও সিনিয়র সচিব মহোদয় উপস্থিত ছিলেন।
  - সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসার।
  - সকল উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা।

কর্মশালার উদ্দেশ্যঃ

- পরিচিতি
- মাঠ পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তাদের সাথে মত বিনিময়
- বাস্তবায়ন নীতিমালার সাথে সম্যক পরিচিতি
- লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হওয়ার কারণ অনুসন্ধান
- নতুন কোন প্রস্তাব (বিকল্প)।

উপকারভোগীদের আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ও ঋণ কার্যক্রমঃ

দিনব্যাপী কর্মশালা, রাজশাহী বিভাগ

দিনব্যাপী কর্মশালা, বরিশাল বিভাগ

দিনব্যাপী কর্মশালা, খুলনা বিভাগ

দিনব্যাপী কর্মশালা, চট্টগ্রাম বিভাগ

সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ উপজেলার ধানগড়া আশ্রয়ণ প্রকল্পের বাসিন্দারা প্রকল্পে সুতা ও কাপড় তৈরি করে নিজে এবং নিজের পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটিয়েছেন, তাদের ঘরে রঙ্গিন টিভি, মেশিন চালিত কাপড় বুনার মেশিন ব্যবহৃত হচ্ছে।

আশ্রয়ণ প্রকল্পের স্বাবলম্বী উপকারভোগী মেশিন চালিত কাপড় বুনার মেশিন ব্যবহার করে কাপড় তৈরি করছে।

যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলাধীন আলতাপোল আশ্রয়ণ প্রকল্পে বসবাসরত ৮০টি পরিবার প্রশিক্ষণ ও ঋণ গ্রহণ করার পর নিজেদেরকে বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মকান্ডে নিয়োজিত করেছেন। তারা সুন্দর সুন্দর মেডেল, শিশুদের খেলনা, ফুলদানী ও নিত্য ব্যবহার্য আসবাবপত্র তৈরি করে এবং বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করে পুরোপুরি স্বাবলম্বী হয়েছেন। উপকারভোগীদের মধ্যে কয়েকজনের পুঁজির পরিমাণ ২ লক্ষ টাকা ছাড়িয়েছে।

প্রশিক্ষণ ও ঋণ নিয়ে সিরাজগঞ্জ জেলার উলাপাড়া উপজেলাধীন আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় জোসনা বেগম ছোট আকারের দোকান দিয়েছেন স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য

হাঁস-মুরগী বিক্রীর মাধ্যমে নিজ বাড়িতে স্বাবলম্বী আশ্রয়ণ প্রকল্পে উপকারভোগী

জয়পুরহাট জেলার আক্কেলপুর উপজেলাধীন হাস্তাবসন্তপুর আশ্রয়ণ প্রকল্পে ৩ টি ব্যারাক নির্মাণ করে ৩০ টি পরিবার পুনর্বাসন করা হয়। প্রকল্পটিতে ৬ একর আয়তন বিশিষ্ট একটি পুকুর রয়েছে। প্রকল্পে বসবাসরত উপকারভোগীদের নিয়ে সমবায় সমিতি গঠিত হয়েছে। সমিতিতে প্রায় ৭০ হাজার টাকা জমা আছে। আশ্রয়ণ প্রকল্প হতে ২.১০ লক্ষ টাকা ঋণ হিসেবে প্রদান করা হয়। বর্তমানে ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণের পরিমাণ ৪.৭১ লক্ষ টাকা। ৩.৭৬ লক্ষ টাকার ঋণ আদায় করা হয়েছে। ১.২২ লক্ষ টাকার ঋণ আদায় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ব্যাংক স্থিতির পরিমাণ ১.১৩ লক্ষ টাকা। মহিলারা হাস-মুরগী ও গবাদী পশু পালন কার্যক্রমের সাথে জড়িত।

মোঃ আসাদুল, ২ নং ব্যারাকের ২ নং ঘরের মালিক। তিনি ভূমিহীন হিসেবে মানুষের জমিতে বসবাস করতেন। তিনি আশ্রয়ণ প্রকল্পের একটি ঘরে পুনর্বাসিত হয়ে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে প্রদানকৃত পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হন। আশ্রয়ণ প্রকল্প হতে ঋণ গ্রহণ করে তা আয়বর্ধন কার্যক্রমে বিনিয়োগ করেন। ইতোমধ্যে তিনি ৩০ হাজার টাকা দিয়ে ৩ শতক জমি ক্রয় করেছেন। মানুষের জমি বর্গা নিয়ে চলতি মৌসুমে তিনি ৪০ মণ ধান উৎপাদন করেছেন। তার ২ ছেলে ও ১ মেয়ে রয়েছে। বর্তমানে তিনি আর্থিক দিক দিয়ে স্বাবলম্বী হয়েছেন।

মোঃ আসাদুল

সুন্দরগঞ্জ উপজেলাধীন সর্বানন্দ ইউনিয়নে পরিত্যক্ত একটি রাজবাড়ীর সরকারি খাসজমিতে ২ টি ব্যারাক নির্মাণ করে ২০ টি পরিবার পুনর্বাসন করা হয়েছে। ২০ টি পরিবার প্রশিক্ষণ ও ঋণ পেয়েছে। উপকারভোগী পরিবারগুলো আয় বর্ধক কার্যক্রমের সাথে জড়িত বর্তমানে তাদের সকলেই স্বাবলম্বী।

আব্দুস সাত্তার এর দোকান

২ নং ব্যারাকের ১১ নং ঘরের বাসিন্দা আব্দুস সাত্তার প্রকল্পের পাশে অবস্থিত বাজারে একটি দোকান দিয়েছেন। আশ্রয়ণ প্রকল্প হতে ঋণ নিয়ে তিনি ব্যবসা করছেন। প্রায় ১ লক্ষ টাকা দিয়ে ৪০ শতক জমি বন্ধক নিয়ে বিভিন্ন ধরণের ফসল উৎপাদন করেন। তিনি পুরোপুরি স্বালম্বী হয়েছেন।

চাপাই নবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলাধীন গুশিরাপুকুর আশ্রয়ণ প্রকল্পটিতে ১ টি ব্যারাক নির্মাণ করে ১০ টি পরিবার পুনর্বাসন করা হয়। প্রকল্পটিতে ৩ একরের চেয়ে বড় আয়তনের একটি পুকুর রয়েছে। প্রকল্পে বসবাসরত উপকারভোগীদের নিয়ে সমবায় সমিতি গঠিত হয়েছে। উপকারভোগীদের সকলেই স্বাবলম্বী হয়েছেন। প্রায় প্রত্যেকেই তাদের নামে বরাদ্দকৃত জায়গায় পাকা ঘর নির্মাণ করছেন। আশ্রয়ণ প্রকল্প হতে ১.০০ লক্ষ টাকা ঋণ বরাদ্দ প্রদান করা হয়। বর্তমানে ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণের পরিমাণ ১২.০০ লক্ষ টাকা। মহিলারা হাঁস-মুরগী পালন ও গৃহস্থালী কাজের সাথে জড়িত।

মোঃ মফিজ, ১ নং ব্যারাকের ১০ নং ঘরের মালিক। ভূমিহীন হিসেবে মানুষের জমিতে বসবাস করতেন। আশ্রয়ণ প্রকল্প প্রতিষ্ঠার পর তিনি প্রকল্পের একটি ঘরের বরাদ্দ পেয়ে প্রকল্পে পুনর্বাসিত হন। তার ২ টি ছেলে ও ২ টি মেয়ে রয়েছে। তিনি যুব উন্নয়ন অধিপ্তরের মাধ্যমে প্রদানকৃত পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হন। আশ্রয়ণ প্রকল্প হতে ঋণ গ্রহণ করে তা আয়বর্ধন কার্যক্রমে বিনিয়োগ করেন। ২ ছেলে ব্যবসার সাথে জড়িত রয়েছে। তার ৩ টি গরু রয়েছে। তিনি ১৯ শতক জমি কিনেছেন। ২ টি আমের বাগান কিনেছেন। তিনি তার নামে রেজিষ্ট্রিকৃত জমিতে পাকা বিল্ডিং বানিয়ে বসবাস করছেন।

মফিজ উদ্দিনের বাড়ী

গুশিরাপুকুর আশ্রয়ণ প্রকল্পের পুকুর

বিশেষ এলাকার জন্য উন্নয়ন সহায়তা (পার্বত্য চট্রগ্রাম ব্যতীত) শীর্ষক কর্মসূচি

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে বাস্তবায়নাধীন 'বিশেষ এলাকার জন্য উন্নয়ন সহায়তা (পার্বত্য চট্রগ্রাম ব্যতীত)' শীর্ষক কর্মসূচির কার্যক্রম ১৯৯৬ সাল হতে শুরু হয়ে অদ্যাবধি চলমান রয়েছে। কর্মসূচিটি প্রথম থেকেই সম্পূর্ণ সরকারি অর্থে বাস্তবায়িত হচ্ছে। বিগত ৫টি অর্থ বছরে (২০০৯-২০১০ হতে ২০১৩-২০১৪) কর্মসূচির অনুকূলে মোট বরাদ্দ ছিল ৭২.০০ কোটি টাকা।

বিগত ৫টি অর্থ বছরে মোট গৃহীত প্রকল্পের সংখ্যা ২২০ টি যা ২২০টি উপজেলায় গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া বরাদ্দকৃত অর্থ হতে প্রতি অর্থ বছরেই ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীভুক্ত সকল উপজেলায় শিক্ষা বৃত্তি খাতে বরাদ্দ প্রদান করা হয়। বিগত ৫টি অর্থ বছরে গৃহীত কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রায় ১ লক্ষ ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করা হয়েছে।

প্রতি অর্থ বছরে শিক্ষা বৃত্তি প্রদানের কারণে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে যা সামগ্রিক শিক্ষার হার বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। চলতি ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে উচ্চ শিক্ষায় অধ্যয়নরত ১১৭ জন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীভুক্ত ছাত্র/ছাত্রীকে ২১.০০ লক্ষ টাকা এককালীন বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, চলতি ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে কর্মসূচির অনুকূলে বরাদ্দ রয়েছে ১৬.০০ কোটি টাকা। উক্ত অর্থের মাধ্যমে ৫০ হাজার জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার মানোন্নয়নের জন্য ১০০টি উপজেলায় ১০০টি বৃহৎ আকারের আয়বর্ধনমূলক প্রকল্প গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

বরাদ্দকৃত অর্থ দিয়ে গৃহীত আয়বর্ধন প্রকল্পসমূহঃ

- কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র,
- তাঁত ও সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র,
- পরিবহন প্রকল্প,
- মৎস্য/চিংড়ি চাষ, গরু পালন,
- স-মিল প্রকল্প, পানের বরজ,
- জুতা তৈরি, বাঁশ ও বেতের সামগ্রী ইত্যাদি

কর্মসূচির আওতায় অন্যান্য বরাদ্দকৃত খাত হলো-

- ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কার/নির্মাণ,
- ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের জন্য বিদ্যালয় নির্মাণ/আসবাবপত্র সরবরাহ,
- সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন, কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ/সংস্কার ইত্যাদি।

বায়োগ্যাস এর ম াধ্যমে রান্না

মিঠাপুকুর প্রকল্প

গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট

বিশ্বায়নের প্রভাব ও তথ্য প্রযুক্তির ব্যাপক উৎকর্ষের কারণে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক প্রেক্ষাপটে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধিসহ নাগরিক সুবিধাদি সহজলভ্য হয়েছে। ফলে স্বল্প সময়ে ও স্বল্প খরচে উন্নততর সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সরকারের নিকট নাগরিকদের প্রত্যাশা ও চাহিদা অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে ও জনগণের চাহিদাকে লক্ষ্য রেখে সর্বোপরি 'ভিসন ২০২১' এর লক্ষ্য অর্জনের অংশ হিসাবে গত ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১২ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সরকারি সেবা প্রদান ব্যবস্থাপনায় প্রতিষ্ঠানিক সক্ষমতা অর্জনে বিরাজমান অবস্থা ও নতুন ধারণার আলোকে কোন প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান এবং উন্নততর নাগরিক সেবা ব্যবস্থার বিকাশ ও অনুশীলনে সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য এ ইউনিট কাজ করে যাচ্ছে। সুশাসন বিষয়ে উদ্ভাবনী উদ্যোগ, নাগরিক সম্পৃক্ততা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অনেক নতুন ধারণাকে উৎসাহিত করছে। এছাড়া নতুন উদ্ভাবনীর মাধ্যমে যে সেবা প্রদানের ধারায় পরিবর্তন আনয়ন সম্ভব তা সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়ার মানসে গভর্নেন্স ইনেভেশন ইউনিট কাজ করছে।

সরকারের কোন অগ্রাধিকার প্রকল্প বা প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার কার্যক্রমের সুফল সুনির্দিষ্ট সময়সীমায় সুপরিকল্পিতভাবে জনগনের নিকট পৌঁছে দেওয়াই এই ইউনিটের মূল লক্ষ্য। সুশাসন ও উদ্ভাবন বিষয়ে সরকারের Think Tank হিসেবে বাংলাদেশের নাগরিকদের সেবা প্রদান করাই GIU'র ভিশন। গবেষণা, লিয়াজোঁ, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বাস্তবায়ন এ চারটি কর্মক্ষেত্রে সরকারকে কৌশলগত সহায়তা ও প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করা এ ইউনিটের উদ্দেশ্য। সরকারি কর্মচারীদের কর্মসংস্কৃতিতে (Work culture) গুনগত পরিবর্তন আনার মাধ্যমে "সবার আগে নাগরিক"(Putting Citizens First) এ মূলমন্ত্রটি প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্য নিয়ে জিআইইউ কাজ করে যাচ্ছে।

এই ইউনিটটির কার্যক্রম পরিচালনা ও প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি স্টিয়ারিং কমিটি এবং বিনিয়োগ বোর্ড এর চেয়ারম্যান কে প্রধান করে একটি স্ট্র্যাটিজি কমিটি কাজ করে যাচ্ছে । মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর একজন উপদেষ্টাকে এই ইউনিটের প্রধান হিসেবে নিয়োগ করেছেন।

২০১২ সালে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এর কার্যক্রমঃ

২০১২ সালটি গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট (GIU) এর প্রতিষ্ঠার বছর। এ বছরে কর্মকর্তা পদায়ন শুরু হয়। কার্যক্রমের শুরুতেই GIU প্রতিটি মন্ত্রণালয়ে একটি করে ইনোভেশন টিম তৈরি করে যা নতুন নতুন উদ্ভাবনী কাজের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের কাজে গতিশীলতা আনবে এবং কর্মপদ্ধতি সরলীকরণ করবে।

মিঠাপুকুর প্রকল্প

প্রথম বছরে GIU এর একটি উল্লেখযোগ্য কাজ হলো, ফরমালিনের ব্যবহার সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরি। এ লক্ষ্যে GIU বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং সংস্থার সমন্বয়ে কর্মশালা ও সেমিনার আয়োজন করে যা বর্তমানেও অব্যহত রয়েছে। এছাড়াও, এ বছর GIU প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ঝড়ে পড়া রোধে মিড-ডে মিল কার্যক্রম সম্প্রসারণে কাজ করেছে যা ছাত্রছাত্রী উপস্থিতি এবং ঝড়ে পড়া রোধে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বর্তমানে স্বীকৃত একটি পদ্ধতি। সরকারি অফিসের সিটিজেন চার্টারকে আরও বেশি নাগরিকবান্ধব এবং ফলপ্রসু করার জন্য GIU কার্যক্রম শুরু করেছে যা বর্তমানে চলমান রয়েছে।

২০১৩ সালে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এর কার্যক্রমঃ

যেহেতু সরকারের অধিকাংশ উন্নয়ন কর্মকান্ড/সংস্কার কর্মসূচী মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত হয়, তাই স্থানীয় / মাঠ পর্যায়ে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ তুলনামূলক ভাবে বেশি অংশগ্রহনমূলক, কার্যকর এবং নাগরিক কেন্দ্রিক হয়ে থাকে। এ প্রেক্ষাপট বিবেচনায় মাঠ পর্যায়ের সমস্যা চিহ্নিত করার মানসে বিভিন্ন কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল কর্মশালায় জেলা-উপজেলার বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারী কর্মচারী, বেসরকারী সংস্থার সদস্য, স্থানীয় সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, সাংবাদিক, চেম্বার এবং নারী সংগঠনের প্রতিনিধি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা, মুখ্য সচিব, প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয় প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সাতটি পাথ ফাইন্ডার মন্ত্রণালয়ের (শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, স্বরাষ্ট্র, কৃষি, স্থানীয় সরকার বিভাগ, ভূমি এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা) কর্মকর্তাদের নিয়ে ইনোভেশন বিষয়ক সেমিনার আয়োজন করা হয়। সক্ষমতা বৃদ্ধির অংশ হিসেবে গত ১৯-২২ মে ২০১৩ তারিখ বিপিএটিসি, সাভারে ও হোটেল রূপসী বাংলায় 'Strategic Leadership Program on Innovation in Public Sector' শীর্ষক একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আয়োজন করে জিআইইউ।

উদ্ভাবনী প্রয়াসের মাধ্যমে যে সহজে স্বল্প সময়ে, কম খরচে এবং প্রচলিত আইনের কাঠামোর মধ্যে থেকেই নাগরিকদের উন্নততর সেবা প্রদান করা সম্ভব, এ ধারণাটি সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়ার (Disseminate) লক্ষ্যে GIU কর্তৃক ইতোমধ্যে ঢাকা, চট্রগ্রাম, সিলেট, খুলনা এবং রংপুর বিভাগে কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। এসব কর্মশালার মূল প্রতিপাদ্য ছিলো সেবা প্রদান সহজিকরণ, Development Initiatives through GO-NGO collaboration ইত্যাদি।

প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে মন্ত্রণালয় ভিত্তিক উপদলগুলো নিম্নবর্ণিত উদ্ভাবনী প্রকল্পের বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে । প্রকল্পগুলো হলো :

S	Ministry	Project
1	Health & Family Welfare	Individual Performance Management to improve the hospital service delivery
2	Education	Introducing career counselling to the high school students of grade VIII and onwards for best utilization of youth's talents, reducing drop-out, preventing early marriage and generating skill workforce: A pilot program in Sataysh High School, Tongi.
3	Agriculture	Establishing Mobile Seed Testing Laboratory.
4	Home Affairs	Enhanced Service Desk (ESD) at the Ministry of Home Affairs
5	Local Government Division	Automation of Revenue (Tax) Collection System in Dhaka North City Corporation
6	Land	Notification of Mutation cases to the stakeholders through SMS.
7	Primary & Mass Education	Introducing online facilities in recruitment process of primary school teachers.

কর্মকৌশলঃ

- GIU এর কার্যক্রম পরিচালনা এবং সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য ৭টি মন্ত্রণালয়কে Pathfinder Ministry হিসেবে বাছাই করা;
- উক্ত মন্ত্রণালয়সমূহের বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামোভুক্ত ইউনিটকে (শাখা/অধিশাখা/অনুবিভাগ) Focal Point হিসেবে দায়িত্ব প্রদান;
- কর্মরত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে Work Improvement Team (WIT) গঠন;
- প্রতিটি মন্ত্রণালয়, সরকারি বিভিন্ন অধিদপ্তর, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও উপজেলা প্রশাসনে ইনোভেশন টিম গঠন

সরকারের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ প্রয়োজনীয় অফিস আদেশ ও পরামর্শের মাধ্যমে এসকল উদ্দ্যোগ বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

উল্লেখযোগ্য উদ্ভাবনী উদ্যোগ

- ফরমালিনমুক্ত খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিতকরণ,
- প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে মিড-ডে মিল কর্মসূচী গ্রহণ,
- মাধ্যমিক পর্যায়ে মিকাই মডেল অনুসরণে মানসম্মত শিক্ষা প্রবর্তন,
- উচ্চ ফলনশীল ফসল উৎপদনে তরল সার (ম্যাজিক গ্রোথ) উদ্ভাবন,
- আইন-শৃঙ্খলা নিশ্চিতকল্পে গ্রাম পুলিশ আধুনিকায়ন,
- কার্গো ড্রপিং প্যারাস্যুটের মাধ্যমে দুর্যোগপূর্ণ এলাকায় যথাসময়ে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ,
- ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদের অর্থ স্থানান্তর,
- জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় শুকনো বীজতলায় চারা উৎপাদন,
- পাসপোর্ট প্রদান প্রক্রিয়া সহজীকরণ,
- বাল্য বিবাহ রোধে উদ্ভাবনী প্রস্তাব,
- সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর দপ্তরে উদ্ভাবনী প্রকল্প
- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা পর্যায়ের পাঠ্য বইয়ে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ বিষয়ক তথ্য অন্তর্ভুক্তকরণ

উদ্ভাবনী প্রচেষ্টা / উদ্দ্যোগ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কাযক্রম গ্রহণের জন্য স্টেকহোল্ডার এনালাইসিস এর মাধ্যমে জিআইইউ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি দপ্তর সমূহের সমন্বয়ে ইতোমধ্যে একাধিক কনসালটেশন সভা আয়োজন করা হয়েছে। সভায় গৃহিত কৌশলপত্র অনুযায়ী পরিকল্পনা সমূহকে স্বল্প ও মধ্য মেয়াদে বিন্যস্ত করে জিআইইউ প্রস্তাব সমূহের বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে। জিআইইউ সারা দেশের বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মরত সরকারী কর্মকর্তা / কর্মচারী ও সরকারের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণরত নবীন কর্মকর্তাবৃন্দ সহ অন্যন্য দপ্তরের চাহিদা মোতাবেক প্রায় ১০০০ জনকে উদ্ভাবনী উদ্যোগ, সমস্যা চিহ্নিত করণ, পদ্ধতি সহজিকরণ, সমস্যার স্টেক হোল্ডার এনালাইসিস ও কেস স্টাডি অ্যানালাইসিস বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

"জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের CSCMP প্রকল্প এবং গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এর যৌথ উদ্যোগে গত সেপ্টেম্বর ২০১৩ থেকে নভেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং মাঠ প্রশাসনের ৬৫৬ জন ১ম ও ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তাকে ইনোভেশন, সার্ভিস প্রসেস সিমপ্লিফিকেশন, স্টেকহোল্ডার অ্যানালাইসিস ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। অতঃপর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকপ্রশাসন বিভাগের সাথে সম্পাদিত একটি সমঝোতা স্মারকের আওতায় উক্ত বিভাগের প্রফেসর মোবাস্বের মোনেম প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ৬৫৬ জন কর্মকর্তার ওপর একটি গবেষণা করেন। গবেষণার বিষয় ছিলোঃ Installing Innovation in the Public Services in Bangladesh: An Assessment of GIUÕs Training on Innovation. এরপর গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিটের আয়োজনে গত ১১ আগস্ট ২০১৪ তে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে উক্ত গবেষণার ফলাফল নিয়ে একটি অবহিতকরণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মশালায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভী, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব আবুল কালাম আজাদ সহ সরকারের অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।"

২০২১ সালের মধ্যে মধ্য আয়ের দেশ রূপকল্পনায়, সুখি-সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়ার মানসে জনগণকে সবার উপরে তুলে ধরে সরকারী সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সর্বোপরি সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালী বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট কাজ করে যাচ্ছে ।